إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

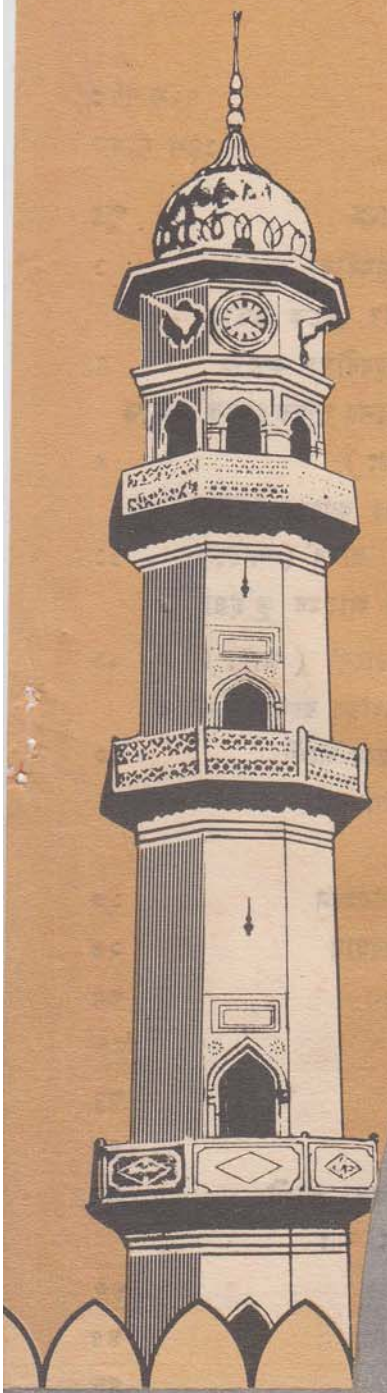

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফা'আতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা

১৯শে রবিউসসানী, ১৪০৯ হিঃ ॥ ১৬ই অগ্রহায়ণ : ১৩৯৫ বাংলা ॥ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৮ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা ॥ ভারত ৭২·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪২শ বর্ষ ঃ
৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৮
১৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন ঃ (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য কুরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃত	১
হাদীস শরীফ ঃ	বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য নির্বাচিত হাদীসের পুস্তক থেকে উদ্ধৃত	৪
অমৃতবাণী ঃ	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদক ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৫
জুমু'আর খুৎবা ঃ	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	১১
জুমু'আর খুৎবা (সংক্ষিপ্ত) ঃ	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক ঃ মাওলানা এমদাদুর রহমান সিদ্দীকি	১৯
আপনার পত্র পেলাম ঃ	মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ	২২
একটি ঐশী প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—(৪৬) ঃ	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৩
এক নজরে মুস্তফা(সাঃ) চরিত ঃ	জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৬
আনসারুল্লাহ্ বারতা ঃ	জনাব মোঃ আবদুল জলিল	৩৪
মহিলাঙ্গণ ঃ		৩৬
খোদ্দামের কথা ঃ		৩৭
ছোটদের পাতা ঃ	উপস্থাপনায়-'নানাভাই'	৪০
একটি আন্তরিক আকাঙ্খা ঃ	মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ	৪২
বিজ্ঞপ্তি ঃ		৪৩
সংবাদ ঃ		৪৫
সম্পাদকীয় ঃ		৪৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৮ ইং : ৩০শে নবুওয়াত, ১৩৬৭ হিঃ শামসী : ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্ বাকারা-২

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫। এবং যাহারা ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার(২৩) প্রতি নাযেল (অবতীর্ণ) করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার(২৪) পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল এবং তাহারা পরবর্তীকালের(২৫) উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৬। ইহারাই তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারাই সফলকাম হইবে।

২৩। আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রেরিত সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কেন্দ্রস্থল রূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন প্রয়োজন (২:২৮৬,৪ : ৬৬, ৪ : ১৩৭)।

২৪। ইসলাম ইহার অনুসারীদের উপর এই বিশ্বাসও অপরিহার্য রাখিয়াছে যে, পূর্বেও আল্লাহ্‌র নবীগণ ঐশী-শিক্ষা আনিয়াছিলেন, কেননা আল্লাহ্‌তা'লা সকল জাতির মধ্যেই তাঁহার রসূল প্রেরণ করিয়াছেন (১৩ : ৮, ৩৫ : ২৫)।

২৫। 'আল আখেরাত' অর্থ : (ক) শেষ আবাস অর্থাৎ পরকাল ; (খ) ইহা দ্বারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর পরবর্তী সময়ে যেসব ওহী-ইলহাম বা ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হইবে সেগুলিকেও বুঝায়। এই দ্বিতীয় অর্থটি কুরআনের ৬২ : ৩,৪ আয়াতে আরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যেখানে কুরআন রসূলে পাক (সাঃ)-এর দ্বিতীয় বিকাশের সংবাদ দান করিয়াছে। তাঁহার প্রথম বিকাশ ঘটিয়াছিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন তাঁহার কাছে কুরআন নাযেল হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় বিকাশের কথা ছিল আখেরী যমানাতে তাঁহার একজন বিশিষ্ট অনুসারী প্রতিভূর মাধ্যমে। এই দ্বিতীয় বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে হযরত আহমদ (আঃ)-এর মাধ্যমে, যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাহদী ও ইসলামে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা।

৭। নিশ্চয় যাহারা কুফরী (অবিশ্বাস) করিয়াছে—তাহাদিগকে তুমি সতর্ক কর বা সতর্ক না কর, ইহা তাহাদের জন্য সমান—তাহারা ঈমান(২৬) আনিবে না।

৮। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়সমূহের উপর এবং কর্ণসমূহের উপর মোহর (২৭) করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর রহিয়াছে পর্দা এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক মহা আযাব। ১ম রুকূ

৯। এবং মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখি,; অথচ তাহারা (আদৌ) (২৮) মো'মেন নহে।

১০। তাহারা আল্লাহ্‌কে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ধোকা(২৯) দিতে চাহে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধোকা দেয় না, বস্তুতঃ তাহারা ইহা বুঝে না।

২৬। এই আয়াতে ঐ সব অবিশ্বাসীদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; এমন কি এই ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ বেপরওয়া। তাহাদিগকে সাবধান করা আর না করা সমান কথা। ইহাদের সম্বন্ধে ইহাই বলা হইতেছে যে, যতদিন পর্যন্ত তাহারা বর্তমান অবস্থায় থাকিবে, তাহারা বিশ্বাস আনয়ন করিবে না।

২৭। যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে, সেগুলি শুকাইয়া চিকণ ও অকর্মণ্য হইয়া যায়। এইস্থলে উল্লেখকৃত অবিশ্বাসীদের অবস্থায় এমনই যে, তাহারা সত্যকে উপলব্ধির জন্য তাহাদের হৃদয় কিংবা কর্ণকে ব্যবহার করে না। কাজেই তাহাদের বুঝিবার ও শুনিবার শক্তি তাহারা হারাইয়া ফেলে। "আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণে মোহর মারিয়া দিয়াছেন" বাক্যটি ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা হইয়াছে যাহারা ইচ্ছা করিয়াই উদাসীনতা দেখাইতে তৎপর রহিয়াছে; তাহাদের উদাসীনতার ফলে তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহে বৈকল্য ও শিথিলতা ঘটিয়াছে। এই বিকলতা ও শিথিলতা ঘটাইবার কার্যটি আল্লাহ্‌র উপর আরোপ করা হইয়াছে। এখানে আল্লাহ্‌কে 'কর্তৃকারকে' দেখানো হইয়াছে, কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন আল্লাহ্‌র কাছ হইতেই আগত এবং তাঁহারই ইচ্ছায় প্রতিটি কার্যকারণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ানুযায়ী সম্পাদিত হয়।

২৮। এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস যথাক্রমে ইসলামী বিশ্বাসের প্রথম ও শেষ ধাপ এবং এই দুইটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বিশ্বাসগুলিও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কেননা কুরআনেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে, কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাঝেই পরোক্ষভাবে ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ও ঐশী-কিতাবাদির প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পায় (৬ : ১৩)।

---

২৯ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১। তাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি(৩০) রহিয়াছে, অতঃপর, আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধিকে আরও বাড়াইয়া দিলেন ; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে, কারণ তাহারা মিথ্যা বলিয়া আসিতেছিল।

১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, 'তোমরা যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিও না ; তাহারা বলে, 'আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।'

১৩। সতর্ক হও ! নিশ্চয় তাহারাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা সেইরূপে ঈমান আন যেইরূপে অন্য লোকেরা ঈমান আনিয়াছে ; তাহারা বলে, 'আমরা কি সেইরূপে ঈমান আনিব যেইরূপে নির্বোধ লোকেরা ঈমান আনিয়াছে ?' স্মরণ রাখিও ! নিশ্চয় তাহারাই নির্বোধ(৩১) কিন্তু তাহারা জানে না।

১৫। এবং যখন তাহারা ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' ; কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের দল-নেতাদের (৩২) সহিত নিভৃতে মিলিত হয়, তাহারা বলে, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা শুধু উপহাসকারী।"

২৯। 'খা-দায়াহু' মানে, সে তাহাকে প্রতারণা করিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। 'খাদায়াহু' মানে সে চেষ্টা দ্বারা তাহাকে ঠকাইয়া ফেলিল, সে তাহাকে পরিত্যাগ করিল (বাকা)। প্রথম শব্দটি প্রতারকের অকৃতকার্যতা এবং দ্বিতীয় শব্দটি প্রতারকের কৃতকার্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (লেইন)।

৩০। আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের সপক্ষে বহু নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইসলাম ক্রমাগতভাবে এত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে যে, মোনাফেকরা অধিক হইতে অধিকতরভাবে মুসলিম-ভীতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণেই তাহাদের মোনাফেকীর মাত্রাও বাড়িয়া গিয়াছে।

৩১। মোনাফেকরা মনে করিয়াছিল, মুসলমানগণ কতই বোকা, তাহারা অনর্থক এত দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতেছে, জীবন বিসর্জন দিতেছে, সহায়-সম্পদ বিলাইয়া দিতেছে। মোনাফেকরা ভাবিতেছিল, মুসলমানদের এই আত্ম-ত্যাগ সবই বিফলে যাইবে। কিন্তু এই আয়াত বলিতেছে, আসলে তো বোকা ঐ মোনাফেকরাই ; কেননা ইসলাম উন্নতি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ইহার গতিরোধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

৩২। 'শায়াতীন' অর্থ দুষ্কৃতকারীদের নেতা (ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসুদ, কাতাদাহ্ ও মুজাহীদ) মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, একজন ঘোড়া-সওয়ার একাকী অবস্থায় শয়তান, এক জোড়া ঘোড়-সওয়ারও এক জোড়া শয়তান, তবে তিনজন ঘোড়-সওয়ার নিশ্চয় সওয়ারের দল (দাউদ) এই হাদীস ইহা ব্যক্ত করে যে, 'শয়তান' বলিতেই দৈত্য-দানব মনে করিতে হইবে ইহা ঠিক নহে। (চলিবে)

হাদিস শরীফ

নিয়্যত ও আমল

১। হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিতে ছিলেন তখন আমি মিম্বরে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, নিয়্যতের উপর কর্মফল নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা নিয়্যত করে তাহাই সে পাইবে। যাহার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের দিকে হইবে বস্তুতঃ তাহার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের দিকেই হইবে; যাহার হিজরত দুনিয়ার দিকে হইবে সে দুনিয়াকেই লাভ করিবে অথবা যদি তাহার হিজরত কোন মহিলার জন্য হয় যাহাকে সে বিবাহ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার হিজরত তাহার জন্যই হইবে যাহার জন্য সে হিজরত করিয়াছে। (বুখারী)

২। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস্ বর্ণনা করেন, তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, প্রকৃত মুসলমান সে-ই যাহার জিহ্বা ও হাত হইতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে এবং প্রকৃত মোহাজের (হিজরতকারী) সে-ই যে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুকে পরিত্যাগ করে। (বুখারী)

আল্লাহ্‌র মহিমা ও মর্যাদা

৩। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বলেন, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এক জুমুআর খোৎবাতে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া কুরআন মজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন: "এবং আকাশসমূহ তাঁহার ডান হাতে গুটানো আছে, তিনি উহা হইতে পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে যাহা তাহারা শরীক করে।" তিনি (সাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ বলেন, 'আমি প্রবল প্রতিবিধায়ক, আমি অতীব গরীয়ান, আমি সর্বাধিপতি, আমি সর্বোচ্চ' (এইরূপে) তিনি স্বয়ং তাঁহার মর্যাদা বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) এই কথাগুলি এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন যে, উহার দরুন মিম্বর সজোড়ে কাঁপিতে থাকে এবং আমরা মনে করিলাম তিনি (সাঃ) [মিম্বরসহ] পড়িয়া যাইবেন। (মুসনাদ আহমদ)

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, দুইটি বাক্য রহমান আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় যাহা বলিতে সহজ কিন্তু ওজনে অত্যাধিক সারবত্তাপূর্ণ এবং তাহা হইল—"সুব্‌হানাল্লাহে ওয়া বেহামদেহী সুব্‌হানাল্লাহেল আযীম" অর্থাৎ আল্লাহ্ নিজ প্রশংসা সহ অতি পবিত্র, আল্লাহ্ অতি পবিত্র, অতীব মহান। (বুখারী)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

অতঃপর আমি প্রকৃত ঘটনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লিখিতেছি যে, যখন শহীদ মরহুম প্রত্যেকবার তওবা করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন তখন আমীর হতাশ হইয়া নিজ হাতে একটি লম্বা চওড়া কাগজ লেখেন এবং ইহাতে মৌলবী-দের ফত্‌ওয়া রেকর্ড করেন। ইহাতে এই কথা লেখেন যে, সঙ্গেসার করিয়া দেওয়াই এইরূপ কাফেরের দণ্ড। তখন এই ফত্‌ওয়া আখোয়ান্দযাদা মরহুমের গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমীর শহীদ মরহুমের নাকে ছিদ্র করিয়া ইহাতে রশি ঢুকাইয়া দিয়া ঐ রশির সাহায্যে শহীদ মরহুমকে টানিয়া বধ্যভূমিতে অর্থাৎ সঙ্গেসার করার স্থানে লইয়া যাওয়ার আদেশ দিলেন। বস্তুতঃ ঐ যালেম আমীরের আদেশে এইরূপই করা হইল। শহীদ মরহুমের নাকে ছিদ্র করিয়া ভয়াবহ কষ্টের মধ্যে তাহাতে রশি ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর ঐ রশির সাহায্যে শহীদ মরহুমকে খুব হাসি-বিদ্রূপ, গালিগালাজ ও অভিসম্পাত দিতে দিতে বধ্যভূমি পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। আমীর নিজের সমস্ত দল-বল, কাজী, মুফতী ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে সঙ্গে লইয়া এই বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বধ্যভূমি পর্যন্ত পৌঁছিলেন এবং শহরের হাজার হাজার অগণিত মানুষ এই তামাশা দেখার জন্য গেল। বধ্যভূমিতে পৌঁছার পর শাহযাদা মরহুমকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর কোমর পর্যন্ত মাটিতে পোঁতা অবস্থায় আমীর তাঁহার নিকট গিয়া বলেন যদি তুমি কাদীয়ানীকে, যে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হওয়ার দাবী করে, তাহাকে অস্বীকার কর তাহা হইলে এখনো তোমাকে আমি বাঁচাইয়া দিতে পারি। এখন তোমার শেষ সময় এবং ইহা তোমাকে শেষ সুযোগ দেওয়া হইতেছে। তুমি নিজের প্রাণ ও পরিবার পরিজনের উপর রহম কর। তখন শহীদ মরহুম উত্তর প্রদান করেন, নাউ-যুবিল্লাহ, সত্যকে কিভাবে অস্বীকার করিতে পারি? তিনি আরো বলেন, প্রাণেরই বা কি অর্থ আছে এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিই বা কি বস্তু, যাহাদের জন্য আমি ঈমান বিসর্জ্জন দিব? আমার দ্বারা কখনো ইহা সম্ভব হইবে না। আমি সত্যের জন্য প্রাণ দিব। তখন

কাজী ও ফেকাবিদগণ "এই ব্যক্তি কাফের, এই ব্যক্তি কাফের। ইহাকে জলদি সঙ্গেসার কর"—এই বলিয়া হৈ চৈ শুরু করিয়া দিলেন। এই সময় আমীর এবং তাহার ভাই নসরুল্লাহ্ খান এবং কাজী ও আবদুল আহাদ কমিদান প্রভৃতি ঘোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং অন্যান্য সকল মানুষ পদচারী ছিল। যখন এইরূপ নাজুক অবস্থায় শহীদ মরহুম বার বার বলেন যে, আমি ঈমানকে প্রাণের উপর শ্রেয়ঃ মনে করি তখন আমীর স্বীয় কাজীকে আদেশ প্রদান করেন যে, প্রথম পাথর তুমি নিক্ষেপ কর। কেননা তুমি কুফরীর ফত্‌ওয়া দিয়াছ। কাজী বলিলেন, আপনি যুগের বাদশাহ্। কাজেই আপনি পাথর নিক্ষেপ করুন। তখন আমীর উত্তরে বলেন, শরীয়াতের বাদশাহ্ তুমিই এবং ইহা তোমারই ফত্‌ওয়া। ইহাতে আমার কোন অধিকার নাই। তখন কাজী ঘোড়া হইতে অবতরণ করেন এবং একটি পাথর নিক্ষেপ করেন। এই পাথরে শহীদ মরহুম আহত হইলেন এবং তাঁহার ঘার ঝুঁকিয়া পড়িল। অতঃপর হতভাগ্য আমীর নিজের হাতে পাথর নিক্ষেপ করেন এবং তাহার অনুসরণে এই শহীদের উপর হাজার হাজার পাথর নিক্ষিপ্ত হইল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে এই শহীদ মরহুমের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে নাই। এত পাথর নিক্ষেপ করা হইল যে, শহীদ মরহুমের মাথার উপর পাথরের একটি স্তূপ জমা হইয়া গেল। অতঃপর ফিরিয়া যাওয়ার সময় আমীর বলেন, এই ব্যক্তি বলিত যে, সে ছয়দিন পরে জীবিত হইয়া যাইবে। অতএব, তাহার উপর ছয় দিন পাহাড়া বসাইতে হইবে। বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এই যুলুম অর্থাৎ সঙ্গেসার ১৪ই জুলাইতে অনুষ্ঠিত হয়। এই বর্ণনার বেশীর ভাগ তাহাদের, যাহারা এই জামা'তের বিরোধী ছিল এবং যাহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারাও পাথর মারিয়াছে। বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিও ছিলেন, যাহারা শহীদ মরহুমের শিষ্য ছিলেন। মনে হয়, যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এই ঘটনা তাহার চাইতে অধিক বেদনাদায়ক। কেননা কেহই আমীরের যুলুমকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে চাহে নাই। আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহা অনেক চিঠি-পত্রের অভিন্ন অর্থ হইতে সংক্ষিপ্তাকারে লিখিয়াছি। সব কাহিনীতে সাধারণতঃ অতিরঞ্জন থাকে। কিন্তু এই কাহিনীতে লোকেরা আমীরের ভয়ে তাহার যুলুম সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করে নাই এবং অনেক রাখিয়া ঢাকিয়া বর্ণনা করিয়াছে। শাহ্‌যাদা আবদুল লতিফের জন্য যে শাহাদাত নির্দ্ধারিত ছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এখন যালেমের শাস্তি বাকী রহিয়াছে। "ইন্নাহু মান্ ইয়াতে রাব্বাহু মোজরেমান ফাইন্নালাহু জাহান্নামু লা ইয়ামুতু ফিহা ওলা ইয়াহিয়া (অর্থাৎ—যে তাহার প্রভুর সমীপে অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে, নিশ্চয় তাহার জন্য জাহান্নাম রহিয়াছে, যেখানে সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না—অনুবাদক)। আফসোস! এই আমীর "মান ইয়াকতুলু মোমেনান মাতা আম্মেদান" আয়াত অনুযায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করিয়াছে (অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া মোমেনকে হত্যা করিবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে"—আয়াত অনুযায়ী এই আমীর জাহান্নামে প্রবেশ করিবে—অনুবাদক)। এই আমীর এক বিন্দুও খোদাতা'লার ভয় করে নাই। অন্যদিকে

মোমেনও এইরূপ মোমেন যে, যদি সমস্ত কাবুলে তাঁহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বেড়ানো হয় তাহা হইলে একটি দৃষ্টান্তও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এইরূপ ব্যক্তিগণ হইলেন অমূল্য রত্ন, যাহারা সরল অন্তঃকরণে ঈমান ও সত্যের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করেন এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য কোন পরওয়াই করেন না। **হে আবদুল লতিফ! তোমার উপর হাজার হাজার রহমত। তুমি আমার জীবদ্দশাতেই স্বীয় সত্যবাদিতার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছ।** আমার মৃত্যুর পর আমার জামা'তে যে সকল লোক থাকিবে, আমি জানি না তাহারা কি করিবে।

আমার জামা'তের জন্য কিছু উপদেশ ঃ

হে আমার জামা'ত! খোদাতা'লা আপনাদের সঙ্গে থাকুন। ঐ কাদের করীম খোদা আপনাদিগকে পরকালের সফরের জন্য এইরূপে প্রস্তুত করুন, যেইরূপে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। খুব স্মরণ রাখিও, দুনিয়া এক অসার বস্তু। অভিশপ্ত ঐ জীবন, যাহা কেবল দুনিয়ার জন্য এবং হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যাহার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য। এইরূপ মানুষ যদি আমার জামা'তে থাকে, তবে সে বৃথাই আমার জামা'তে প্রবেশ করিয়াছে। কেননা, সে ঐ শুষ্ক শাখায় ন্যায়, যাহা ফল দিবে না।

হে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরা! তোমরা জোরের সহিত এই শিক্ষায় প্রবেশ কর, যাহা তোমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। তোমরা খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় জানিও এবং তাহার সহিত কোন বস্তুকে আকাশেও শরীক করিও না এবং পৃথিবীতেও শরীক করিও না। খোদা উপকরণ ব্যবহার করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করিয়া উপকরণের উপরই ভরসা করে, সে মোশরেক। আদিকাল হইতে খোদা বলিয়া আসিতেছেন যে, হৃদয় পবিত্র না হওয়া ব্যতীত পরিত্রাণ নাই। সুতরাং তোমরা পবিত্র হইয়া যাও এবং নফ্‌সানী, হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ হইতে আলাদা হইয়া যাও। মানুষের নফ্‌সে-আম্মারায় (অবাধ্য আত্মায়—অনুবাদক) কয়েক ধরণের নোংরামী থাকে। কিন্তু সব চাইতে অধিক নোংরামী হইল অহংকার। অহংকার না থাকিলে কোন ব্যক্তি কাফের থাকিত না।

সুতরাং তোমরা অন্তরে বিনয়ী হইয়া যাও। সাধারণভাবে মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। যে স্থলে তোমরা তাহাদিগকে বেহেশ্‌ত প্রদানের জন্য বক্তৃতা ও উপদেশ শুনাইয়া থাক, সে স্থলে তোমাদের এই বক্তৃতা কিভাবে সঠিক হইতে পারে যদি তোমরা এই কয়েক দিনের দুনিয়াতে তাহাদের অমঙ্গল কামনা কর। খোদাতা'লার প্রতি কর্তব্যসমূহ আন্তরিক ভীতির সহিত সম্পাদন কর। কেননা তোমরা তাঁহার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইবে। নামাযে

খুব দোয়া কর, যাহাতে তোমাদিগকে খোদা নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তোমাদের হৃদয়কে পবিত্র করেন। কেননা মানুষ দুর্বল। প্রত্যেকটি মন্দ-স্বভাব, যাহা দূর হয়, তাহা খোদার শক্তিতেই দূর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ খোদার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন মন্দ স্বভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে না। ইসলাম কেবলমাত্র ইহা নহে যে, প্রথা অনুযায়ী নিজেকে কলেমা-বিশ্বাসী বলিয়া আখ্যায়িত করিবে। বরং ইসলামের যথার্থতা এই যে, তোমাদের আত্মা খোদাতা'লার আস্তানায় অবনত হইয়া যাইবে এবং খোদা ও তাঁহার আদেশসমূহকে প্রত্যেক দিক হইতে তোমাদের পার্থিব জীবনের উপর প্রাধান্য দিবে।

হে আমার প্রিয় জামা'ত! নিশ্চিতভাবে জানিও যে, যুগ নিজের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং একটি সুস্পষ্ট বিপ্লব অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব তোমাদের আত্মাকে প্রতারিত করিও না এবং অতি শীঘ্র ধর্ম পরায়ণতায় কামেল হইয়া যাও। কুরআন করীমকে নিজেদের নেতা হিসাবে আঁকড়াইয়া ধর এবং সর্ব বিষয়ে ইহা হইতে আলো গ্রহণ কর। হাদীসকে আবর্জনার ন্যায় নিক্ষেপ করিও না। কেননা ইহা বড়ই প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত ইহার ভাণ্ডার প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু যখন কুরআনের কাহিনী হইতে হাদীসের কোন কাহিনী বিরোধপূর্ণ হয়, তখন এইরূপ হাদীস ত্যাগ করিবে, যাহাতে গোমরাহীতে না পড়। খোদাতা'লা কুরআন শরীফকে অত্যন্ত হেফাযতের সহিত তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা এই পবিত্র কালামের সম্মান কর। ইহার উপর কোন বস্তুকে প্রাধান্য দিও না। কেননা সকল সত্যতা ও বিশ্বস্ততা ইহার উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির কথা মানুষের হৃদয়কে ঐ পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে, যে পরিমাণে ঐ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান ও তাক্‌ওয়ার উপর তাহাদের আস্থা থাকে।

এখন দেখ, খোদা স্বীয় হুজ্জত (দলীল-প্রমাণের সাহায্যে কোন কিছুর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা—অনুবাদক) তোমাদের উপর এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন যে আমার দাবীর অনুকূলে হাজার হাজার দলীল-প্রমাণ কায়েম করিয়া তোমাদিগকে এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তোমরা চিন্তা কর যে, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে এই জামা'তের দিকে আহ্বান জানাইতেছেন তিনি কোন্ পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং কি পরিমাণ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করিতেছেন। তোমরা আমার পূর্বের জীবনের উপর কোন দোষারোপ করিতে বা মিথ্যা বা প্রতারণার অভিযোগ আনিতে পারিবে না, যাহাতে তোমরা এই ধারণা করিতে পার যে, যে ব্যক্তি পূর্ব হইতেই মিথ্যা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত ইহাও সে মিথ্যা বলিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কে আমার জীবনে দোষ আরোপ করিতে পার? সুতরাং ইহা খোদার ফযল যে, তিনি শুরু হইতেই আমাকে তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীতির) উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। যাহারা চিন্তা করে তাহাদের জন্য ইহা একটি দলীল।

এতদ্ব্যতীত আমার খোদা ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে সত্যবাদীরূপে মানার জন্য যে পরিমাণ দলীল প্রমাণের প্রয়োজন ছিল উহার সবটাই তোমাদের জন্য যোগান দিয়াছেন। আমার জন্য আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন এবং সকল নবী আদি হইতে অদ্যাবধি আমার সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং এই বিষয়টি যদি মানুষের হইত তাহা হইলে ইহাতে এই বিপুল পরিমাণ দলীল-প্রমাণ কখনো একত্রিত হইত না।

উপরন্তু খোদাতা'লার সকল কিতাব এই কথার সাক্ষী যে, খোদার নামে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে খোদা তাহাকে শীঘ্র পাকড়াও করেন এবং অত্যন্ত লাঞ্ছনার সহিত তাহাকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তোমরা দেখিতেছ যে, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আমার প্রেরিত হওয়ার দাবী তিরিশ বৎসরের অধিক হইয়াছে. যেমন বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম অংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে। সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, খোদা কি কখনো এই রীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং যখন হইতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতে তিনি কি কখনো এইরূপ কাজ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এইরূপ মন্দ-স্বভাব-বিশিষ্ট, ধূর্ত, অশিষ্ট এবং খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে এবং তিরিশ বৎসর ধরিয়া প্রতি দিন প্রতি রাত্রে খোদাতা'লার নামে মিথ্যা কথা বলিয়া নিজের মনগড়া এক নূতন ওহী ও ইলহাম বানাইয়া বলে এবং অতঃপর লোকদিগকে বলে যে খোদাতা'লার তরফ হইতে এই ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে, খোদাতা'লা কি এইরূপ ব্যক্তিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শক্তিশালী নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাহাকে সাহায্য করেন? তাহার দাবী সপ্রমাণ করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগাইয়া দেন? অনুরূপভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বের কিতাবসমূহে, কুরআন শরীফে, হাদীসসমূহে এবং স্বয়ং তাহার কিতাব বারাহীনে আহ্‌মদীয়ায় লিপিবদ্ধ ছিল তাহা পূর্ণ করিয়া কি জগদ্বাসীকে দেখান? সত্যবাদীর ন্যায় ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে কি তাহাকে প্রেরণ করেন? ঠিক ক্রুশের বিজয়ের সময় ক্রুশ ধ্বংসকারী যে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের কথা ছিল তাহাকে কি এই দাবীর সহিত দাঁড় করাইয়া দেন? প্রতি পদক্ষেপে তাহাকে কি সাহায্য করেন? তাহার সমর্থনে কি দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন দেখান? পৃথিবীতে তাহাকে কি সম্মান প্রদান করেন? পৃথিবীতে কি তাহার কবুলীয়ত বিস্তার করেন? শত শত ভবিষ্যদ্বাণী কি তাহার পক্ষে পূর্ণ করেন? প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের জন্য নবীগণ কর্তৃক নির্দ্ধারিত দিনে তাহাকে কি সৃষ্টি করেন? তাহার দোয়া কি কবুল করেন? তাহার বর্ণনায় কি প্রভাব সৃষ্টি করেন? তদ্রূপেই তাহাকে মিথ্যাবাদী জানিয়াও কি সর্বতোভাবে সাহায্য করেন? অন্যায়ভাবে ও জানিয়া বুঝিয়া তাঁহার উপর মিথ্যা কথা বানাইয়া বলা সত্ত্বেও তোমরা কি বলিতে পার আমার পূর্বে খোদাতা'লা অন্য কোন 'মুফতারী'র (যে ব্যক্তি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে) প্রতি এইরূপ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন?

অতএব হে খোদার বান্দারা! গাফেল হইও না। শয়তান তোমাদিগকে কুপ্ররোচনা না দিক। নিশ্চিতভাবে জানিও যে, ইহা ঐ ওয়াদা পূর্ণ হইল যাহা আদি হইতে খোদার পবিত্র নবীগণ করিয়া আসিতেছেন। আজ খোদার প্রেরিত পুরুষ ও শয়তানের মধ্যে শেষ যুদ্ধ। ইহা ঐ সময় ও ঐ যুগ, যাহার প্রতি দানিয়াল নবীও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। আমি সত্যবাদীগণের জন্য একটি আশিসরূপে আগমন করিয়াছি। কিন্তু আমাকে হাসি-ঠাট্টা করা হইয়াছে। আমাকে কাফের ও দাজ্জাল সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আমাকে বেঈমান মনে করা হইয়াছে। এইরূপ হওয়াই জরুরী ছিল, যাহাতে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া যায়, যাহা 'গাইরিল মাগযুবে আলাইহিম' আয়াতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কেননা খোদা 'মুনআম আলাইহিম' এর ওয়াদা করিয়া এই আয়াতে বলিয়া দিয়াছেন যে, এই উম্মতের মধ্যে ঐ সকল ইহুদীও হইবে, যাহারা ইহুদী আলেমদের সাদৃশ্য হইবে। তাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা ঈসা (আঃ)-কে কাফের, দাজ্জাল ও নাস্তিক সাব্যস্ত করিয়াছিল। এখন চিন্তা কর, ইহা কোন্ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্য হইতে আগমন করিবেন। এই জন্য তাঁহার যুগে ইহুদী-স্বভাব-বিশিষ্ট মানুষও সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহারা নিজদিগকে আলেম বলিবে। অতএব, আজ তোমাদের দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যদি এই আলেমরা না থাকিত তাহা হইলে এই যাবৎ এই দেশের সকল মুসলমান অধিবাসী আমাকে গ্রহণ করিত। সুতরাং সকল অস্বীকারকারীর পাপ ইহাদের ঘাড়ে চাপিবে। ইহারা ন্যায় পরায়ণতার প্রাসাদে না নিজেরা প্রবেশ করিতেছে, না স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেছে। ইহারা কতই না ষড়যন্ত্র করিতেছে। ইহাদের গৃহে সংগোপনে কতই না পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইতেছে। কিন্তু ইহারা কি খোদার উপর জয়যুক্ত হইয়া যাইবে? ইহারা কি সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছায় বাধ সাধিতে পারিবে, যাহা সম্বন্ধে সকল নবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। ইহারা এই দেশের খল-প্রকৃতির আমীরগণের এবং হতভাগ্য ঐশ্বর্য্যশালী বস্তুবাদী লোকদের উপর ভরসা করিতেছে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে ইহারা কি? খোদার দৃষ্টিতে ইহারা মৃত কীট মাত্র। (ক্রমশঃ)

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।"

(কিশ্‌তিয়ে নূহ) —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[১৫ই মার্চ, ১৯৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদক : নাজির আহ্মদ ভূঁইয়া

(১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

আহ্মদীয়াত মানবাধিকার সংগ্রামের পতাকাবাহী ঃ

এই 'ফাসাদ'ই কি আহ্মদীরা সারা বিশ্বে বিস্তার করিতেছে ? অতঃপর পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম জাগরণের উপর পর্যালোচনা করিতে গিয়া লণ্ডনের "দি আফ্রিকান ওয়ার্ল্ড" পত্রিকা অভিমত ব্যক্ত করেন যে :—

"নাইজেরিয়ায় আহ্মদীয়া জামা'ত মানবাধিকারের সংগ্রামে সকলের অগ্রগামী। (ইহাই হইল ঐ ফেত্না ফাসাদ যাহা আহ্মদীয়াতের নামে পাকিস্তান হইতে শ্বেত-পত্রের মাধ্যমে সর্বত্র প্রেরণ করা হইতেছে) কয়েক বৎসরের মধ্যেই তথায় আহ্মদী উকিল ও আহ্মদী ডাক্তারকে প্র্যাক্টিস করিতে দেখা যাইবে। কেননা ইহাদের উন্নতির গতি নাইজেরিয়ায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে……। ইহা নিশ্চিত যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই আফ্রিকার মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাদিগকে ঐ দেশের খ্রীষ্টানদের সহিত সমান গতিতে চলিতে দেখা যাইবে এবং রাজনৈতিক অংগনের একজন বিজ্ঞ পর্যবেক্ষক ইহা দেখিতে পাইতেছেন।"

আহ্মদীয়া জামা'তের চারিত্রিক সৌন্দর্য্য ও এহ্সান ঃ

পাকিস্তান হইতে একবার একটি প্রতিনিধি দল নাইজেরিয়ায় গিয়াছিল। তাহাদের সকল খরচ পাকিস্তান সরকার বহন করিয়াছিল। এই প্রতিনিধিদলকে এই জন্য পাঠানো হইয়াছিল যে তাহারা পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে যাইয়া আহ্মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াইবে এবং ঐ সকল দেশের মানুষকে উস্কানী দিবে যাহাতে তাহারাও আহ্মদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের দলে শামেল হইয়া একযোগে এই জামাত'কে উৎখাত করিয়া দেয়। ইহা অনেক দিন পূর্বের কথা। ঐ সময় মৌলানা নাসিম সফী সাহেব নাইজেরিয়ায় আমাদের মোবাল্লেগ-ইন-চার্জ ছিলেন। ঐ প্রতিনিধিদল সম্বন্ধে এই মজার ব্যাপারটি জানা গিয়াছিল যে, কেহ তাহাদিগকে স্বাগতই জানায় নাই। তাহারা রেডিওতে কিছু বলার সুযোগ পায় নাই এবং

তাহাদিগকে টেলিভিশনেও উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় নাই। তাহাদের সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায়ও কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। এমতাবস্থায় আহ্‌মদীয়াতকে উৎখাত করার জন্য প্রেরিত এই পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল অবশেষে আমাদের মোবাল্লেগের নিকট আবেদন-জানাইতে বাধ্য হইয়া পড়িল। তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা অত্যন্ত বেইজ্জত ও লাঞ্ছিত হইতেছি। খোদার ওয়াস্তে আমাদের জন্য কিছু একটা কর। আমরা দেশে ফিরিয়া গিয়া কিভাবে মুখ দেখাইব? বস্তুতঃ আমাদের মোবাল্লেগ তৎকালীন উপ-প্রধান মন্ত্রীর নিকট আবেদন জানাইয়া বলিলেন যে, ইহারা আমাদের পাকিস্তানী ভাই। যে উদ্দেশ্যেই আসিয়া থাকুক ইহাদের উপর এতখানি যুলুম করিও না। ইহাদিগকে কিছুটাতো উৎসাহিত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে উপ-প্রধান মন্ত্রী সাহেব বলেন, আমি ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। আপনিও আসিয়া ভাষণ দিবেন! বস্তুতঃ প্রতিনিধি দলকে নিমন্ত্রণ করা হইল। কিন্তু সেখানে তাহারা যে বক্তৃতা করে তাহাতেও তাহারা দুষ্টামী হইতে বিরত হয় নাই এবং এইরূপ কিছু কথা বলিয়া ছিল, যাহাতে আহ্‌মদীয়া জামা'ত সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারিত। উপ-প্রধান মন্ত্রী সাহেব খুবই বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুচকি হাসির সহিত তাহাদের বক্তৃতা শুনিতে থাকেন। অবশেষে তিনি বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান এবং বলেন, জনাব, আপনারা কি সব আবোল তাবোল বলিতেছেন? আফ্রিকাকে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ মনে করা হইত। এই জন্য এই মহাদেশের উপর যখন পৃথিবীর দৃষ্টিই পড়ে নাই এবং আফ্রিকা যখন দুঃখ ও কষ্টের নামান্তর ছিল এবং যখন আপনাদের জন্মই হয় নাই তখন কাহারা আমাদের কথা ভাবিয়াছে? তাহারা হইল আহ্‌মদীয়া জামা'ত। তাহারা আমাদিগকে খ্রীষ্টানদের কবল হইতে মুক্তি দিয়াছে। আহ্‌মদীয়া জামা'তই আমাদিগকে মানবতার শিক্ষা দিয়াছে। এই জামা'ত সম্বন্ধে আজ তোমরা এই কথা বলিতে আসিয়াছ যে, তোমাদের সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা এই জামা'তের দুশমনী আরম্ভ করিয়া দিব। অন্তর হইতে এই ধারণা বাহির করিয়া ফেল। এই ধারণা তোমাদের দেশে ফিরাইয়া নিয়া যাও। এই জামা'ত আমাদের কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আমরা আর যাহা কিছুই হই না কেন, অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু এখন ইহারা সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছে, এখন ইহারা মনে করে আফ্রিকার মানুষ কিছুই জানে না। অতএব তাহারা শ্বেত-পত্র পড়িয়া একদম বলিয়া দিবে, সত্যই আহ্‌মদীরা বড়ই খারাপ জামা'ত। ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া উচিৎ। কিন্তু জগদ্বাসীর কাণ্ড জ্ঞান তো আছে। তাহারা নির্বোধ নহে। তাহারা জানে কি হইতেছে। তাহারা কেবল নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধেই অবগত নহে, বরং তোমাদের ইতিহাস সম্বন্ধেও অবগত আছে।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রশংসনীয় খেদমতের প্রকাশ্য স্বীকৃতিঃ

আরও শোন। শেখু সাগারী সাহেব নাইজেরিয়ার একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। তিনি আহ্‌মদীয়া জামা'তের পক্ষ হইতে কি ফাসাদ দেখিয়াছেন এবং কিভাবে এই সমস্যা সমাধান করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণিত উদ্ধৃতি হইতে জানা যায়। তাহারা বলে, এই সমস্যাতো পাকিস্তানে সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং এই ফাসাদ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারা আরও

বলে, এই ফাসাদ বহির্জগতে ছিলই অতি অল্প। কাজেই দুনিয়া নিজেই ইহা শেষ করিয়া দিয়াছে। অতএব তাহাদের সাহস দেখুন। তাহারা কেবল সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা একটি শ্বেত-পত্রই প্রকাশ করে নাই, বরং বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনুবাদ করাইয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইতেছে। পাঠকগণ ইহাদের সম্বন্ধে কি ভাবিবে? একদিকে ইহারা বলিতেছে যে, আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইউরোপেও শেষ হইয়া গিয়াছে, আফ্রিকাতেও শেষ হইয়া গিয়াছে, আমেরিকাতেও শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রতিটি দেশেই ইহাদিগকে নাস্তনাবুদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা ইহাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। এই জন্য প্রতিটি দেশে খুব সহজেই এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। অন্যদিকে ইহারা সারা বিশ্বে শ্বেত-পত্র ছড়াইতেছে। কিন্তু দেখিতে হইবে আহ্‌মদীয়া জামা'ত কি ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে। শেখ্‌ সাগারী সাহেব তাঁহার এক বক্তৃতায় বলেন:

"এই বিষয়টি আমার জন্য শান্তির কারণ যে, আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইসলাম প্রচার এবং স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপনের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে দৃঢ়সংকল্পের সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে।

এই ক্ষেত্রে জামা'তের প্রচেষ্টা অশেষ প্রশংসনীয় এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের জন্য অনুসরণযোগ্য। এই ব্যাপারে আহ্‌মদীয়া জামা'ত নিশ্চিতভাবে গর্ব করিতে পারে।"

অতঃপর সিয়েরালিওন মুসলিম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোস্তফা সানওয়ারী বলেন:—

"আহ্‌মদীয়াত একটি সত্য এবং সত্যের জন্য দিনরাত আমাদের নিঃস্বার্থ সেবা করিতেছে। বারোটি সেকেণ্ডারী স্কুল এবং পঞ্চাশটি প্রাইমারী স্কুল চালানো মামুলি ব্যাপার নয়। এই কাজ কেবলমাত্র আন্তরিকতা, আবেগ এবং সদুদ্দেশ্যের ন্যায় গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই সম্পাদন করিতে পারে।"

শিক্ষা ক্ষেত্রে আহ্‌মদীয়া জামা'তের খেদমতের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া সিয়েরালিওনের যোগাযোগ ও তথ্যমন্ত্রী মাননীয় কাণ্ডেবুরে একদা বলেন:—

"অত্যন্ত স্বল্প সময়ে আহ্‌মদীয়া জামা'ত মহান কীর্তি স্থাপন করিয়াছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহারা প্রাইমারী স্কুল ছাড়াও সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। মানুষের সেবার জন্য আহ্‌মদী ডাক্তারগণ আগমন করিতেছেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক সংস্কারের জন্য তাঁহাদের প্রচারকগণ দেশের প্রায় সর্বত্রই উপস্থিত রহিয়াছেন।"

(সৌজন্যে আল-ফযল ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ)

আহ্‌মদীয়াত বিশ্ব ঐক্যের একমাত্র নমুনাঃ

যে সকল পাকিস্তানী প্রতিনিধি বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকা সফর করেন তাহাদের একজনের নিজের মুখের কথা শুনুন যে, আহ্‌মদীয়া জামা'ত কি এবং কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। লাহোরস্থ পাকিস্তান টাইমসে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মধ্য-

প্রাচ্যের বিশেষ প্রতিনিধি ফরিদ এস জাফরী লিখিয়াছিলেন। জাফরী সাহেব পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে প্রেরিত ঐ কাশ্মীর ডেলিগেশনের কথা উল্লেখ করেন, যাহারা আফ্রিকা সফরে গিয়াছিলেন। জাফরী সাহেব নিজেও এই ডেলিগেশনে সামিল ছিলেন। তিনি এই নোটটি ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। আমি ইহার উর্দু অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়া দিতেছি :—

"আহ্‌মদী প্রচারকগণ আশ্চর্যজনকভাবে সম্মানিত। এমন কি প্রেসিডেন্ট নকরুমার নিকটও তাহারা খুব প্রিয়। আমাকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা প্রকৃত অর্থে মানবতার সেবা করিতেছে। কেননা তাহারা ঘানার যুবকদিগকে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা দান করিতেছে এবং কোন প্রকার তিক্ততা বা ঘৃণা লোকদের মধ্যে সৃষ্টি করিতেছেন না। (তোমরা তো বলিতেছো আহ্‌মদীরা তিক্ততা সৃষ্টি করার জন্য গিয়া থাকে এবং ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য গিয়া থাকে। কিন্তু তোমাদের নিজেদের প্রতিনিধিই বলিতেছেন যে, আহ্‌মদীরা কোন প্রকারের তিক্ততা এবং ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য আসে নাই.) বরং তাহারা প্রকৃতপক্ষে লোকদের মধ্যে ঐক্যের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে। আমাকে বলা হইয়াছে যে, লোকদের সহিত আহ্‌মদী প্রচারকগণের যোগাযোগ খৃষ্টান প্রচারকগণের চাইতে উত্তম। তাহাদিগকে স্বাগত জানানো হইয়া থাকে এবং পসন্দ করা হইয়া থাকে।"

(পাকিস্তান টাইমস, লাহোর, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ)

এই ধরণের আরও অনেক উদ্ধৃতি রহিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়বস্তুর আরও একটি অংশ বর্ণনা করা জরুরী। কাজেই ইহা আমি আপাততঃ শেষ করিতেছি।

উম্মতে মুসলেমার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শক্ত সতর্কবাণী :

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি আহ্‌মদীয়া জামাত ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছে না তাহা হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফাসাদ কেন সৃষ্টি হইতেছে? পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় ফাসাদ চলিতেছে। মুসলমানরা শতধা-বিচ্ছিন্ন। তাহাদের অবস্থা জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়া যায়। এখন দেখিতে হইবে যে, কেন মুসলমানেরা একে অন্যের সহিত লড়িতেছে, যাহার দরুন মৌলবী মওদুদী সাহেবের দৃষ্টিতে জগৎ-সংসারের সকল নোংরামী এবং সকল দুষ্কর্ম, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, উম্মতে মুসলেমার মধ্যে জমা হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহার জন্য হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দিকে মনোযোগ ফিরানো উচিৎ। কেননা তিনি কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের পথ প্রদর্শক, উম্মতের বাদশা এবং উম্মতের নেতা। আমাদের সবকিছু তাঁহার (সাঃ) চরণে নিবেদিত। খোদাতা'লা কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমার অবস্থা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি (সাঃ) উম্মতে মুসলেমাকে বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন। অতএব নিজেদের মধ্যে বিতর্কের পরিবর্তে অথবা একে অন্যের সহিত ঝগড়া-বিবাদ করার পরিবর্তে আঁ-হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি মনোযোগ ফিরানো উচিৎ যে, হে আমাদের প্রিয় প্রভু! আপনি (সাঃ) আমাদিগকে বলুন, ফাসাদের জন্য কে দায়ী, কে উম্মতে মুসলেমার মধ্যে

বিষ ছড়াইতেছে, কে যুলুম ও ফাসাদ বিস্তৃত করিয়াছে, যাহার দরুন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কষ্ট পাইতেছে। হযরত আব্দুল্লা বিন্ উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন :—

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতেরও ঐ অবস্থা হইবে যাহা বনী ইস্রাঈলের হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য থাকিবে যেইরূপে এক পায়ের জুতা অন্য পায়ে লাগে। এমনকি যদি তাহাদের মধ্যে কেহ নিজ মায়ের সহিত দুঃকর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার উম্মতের মধ্যেও কেহ এইরূপ দুষ্কর্মশীল ব্যক্তি বাহির হইবে। বনী ইস্রাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইবে। কিন্তু এক ফেরকা ব্যতীত অন্য সব ফেরকা জাহান্নামে যাইবে। সাহাবা (রাঃ) গণ জিজ্ঞাসা করেন, এই নাজাতপ্রাপ্ত ফেরকা কোনটি? তখন হুযুর (সাঃ) বলেন, ঐ ফেরকা যাহারা আমার ও আমার সাহাবাগণের সুন্নতের উপর আমল করিবে।"

(তিরমিযি আবওয়াবুল ঈমান বাব ইফতেরাকো হাযেহিল উম্মাহ্ ওয়াল জামেয়ুস সগীর, পৃষ্ঠা ১০, ২য় খণ্ড, মিশরে প্রকাশিত)।

মুসলমান জাতির সকল দুষ্কর্মের মূল :

ইহাতো একটি সাধারণ ফাসাদ। ইহা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক, উম্মতে মুসলেমা কোন যুগে এক পর্যায়ে ইহুদীদের সাদৃশ্য হইয়া যাইবে। ইহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ঘোষণা, যাহা একদিন না একদিন নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। আরও একটি হাদীস আছে, যদ্দারা এই বিষয়টির উপর আরও অধিক আলোকপাত করা হইয়াছে :—

"হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, অচিরেই এরূপ যুগ আসিবে যে নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই বাকী থাকিবে না। শব্দ ছাড়া কুরআনের আর কিছু বাকী থাকিবে না! অর্থাৎ আমল শেষ হইয়া যাইবে। ঐ যুগের লোকদের মসজিদগুলি বাহ্যতঃ আবাদ দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু ঐগুলি হেদায়াত শূন্য হইবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে বসবাসকারী জীবসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম হইবে। 'উলামায়ুহুম শাররুন মান তাহ্‌তা আদিমেস সামায়ে; (তাহাদের আলেমগ এখন চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে যে তাহারা আকাশের নীচে বসবাসকারী জীবসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম) তাহাদের মধ্য হইতেই ফেতনা উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে। অর্থাৎ সকল দুষ্কর্মের উৎস তাহারাই হইবে।"

(সৌজন্যে, বাইহাকি মিশকাত, কিতাবুল ইলম, আল্ ফসলুস সালেস, পৃষ্ঠা ৩৮, কঞ্জুল উমাল, পৃষ্ঠা ৪৩ : ৬)

অর্থাৎ সকল দুষ্কর্মের মূল হইবে মৌলবীরা এবং তাহারাই সকল প্রকারের সকল ফাসাদের উৎস হইবে। বলা হইয়াছে, তাহারা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হইবে। তাহারা নিজদিগকে আমার দিকে আরোপিত করিবে। কিন্তু বলা হইয়াছে, 'উলামায়ুহুম' হইবে। অর্থাৎ

তাহারা ঐ সকল লোকের আলেম হইবে। আমার সহিত তাহাদের কোন আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকিবে না।

নবী করীম (সাঃ)-এর ঘোষণার প্রকাশ্য বিরোধিতা :

সুতরাং উম্মতের মধ্যে যত ফেতনা উঠিতে এবং বিস্তৃত হইতে দেখিবেন এই সকল আলেমদের মধ্য হইতেই উঠিতে দেখা যাইবে এবং ঐগুলিই তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে। মৌলবীরা এই সকল হাদীস কেন পড়ে না? যেখানে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর ফরমান কিছু বলিতেছে, সেখানে তোমাদের তথাকথিত শ্বেত-পত্র অন্য কিছু বলিতেছে। আঁ-হযরত (সাঃ) এর ঘোষণার মোকাবেলায় তোমাদের শ্বেত-পত্রের কোন মূল্যই নাই। ইহাতো জাহান্নামের কাগজ সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য। কেননা ইহা হইল ঐ কাগজ, যাহা হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণে এবং ইহার প্রতি বিরূপভাব পোষণ করিয়া যে সকল কাগজ তৈয়ার করা হয় উহার এক কানাকড়ি মূল্যও নাই।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আরো একটি হাদীস

আঁ-হযরত (সাঃ) আরও বলেন :—

"তাকুনু ফি উম্মাতী ফাজায়াতুন ফাইয়াসিরুন নাসু ইলা উলামায়েহিম ফাইযাজায়াম কেরাদাতুন ওয়া খানাজির" (কঞ্জুল উম্মাল. পৃষ্ঠা ১৯০:৭)

আমার উম্মতের উপর এইরূপ একটি যুগ আসিবে যখন ঝগড়া-বিবাদ হইবে এবং যুদ্ধ বিগ্রহ হইবে। মতভেদ সৃষ্টি হইয়া যাইবে। বাহ্যতঃ লোকেরা অর্থাৎ জনসাধারণ ঝগড়া বিবাদ করিবে। কিন্তু তাহাদের কোন দোষ থাকিবে না। ইহা জানার জন্য তাহারা নিজেদের আলেমদের প্রতি মনোযোগ ফিরাইবে যে, তাহাদের সহিত এই কি হইতেছে? তাহারা কেন ফেতনা ও ফাসাদের শিকার হইয়া গিয়াছে? সুতরাং যখন তাহারা পথ নির্দেশের আশায় নিজেদের আলেমদের নিকট যাইবে তখন তাহারা তাহাদিগকে বাঁদর ও শূকরের মত দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ তাহারা আলেম নহে বরং বাঁদর ও শূকর। ইহা কাহার কথা? ইহাতো আমার কথা নহে। ইহা কোন ধর্মীয় আলেমের কথা নহে। ইহা কোন সাহাবীর কথা নহে। ইহা কোন খলীফার কথা নহে। এই কথা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর যাঁহাকে খোদাতা'লা সংবাদ দান করিয়াছিলেন। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি (সাঃ) কোন কথা বলিতেন না। মৌলবী সাহেবদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা প্রত্যেক মানুষের অধিকার রহিয়াছে যে, জনাব! আপনারা কেন এই সকল হাদীস গোপন করিতেছেন? উম্মতে মুসলেমার নিকট এই সকল হাদীস কেন বর্ণনা করা হয় না?

অতএব উম্মতে মুসলেমার ফেতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হওয়ার প্রশ্নটির সমাধান হইয়া গেল। হুযুর আকরাম (সাঃ) পূর্ব হইতেই বলিয়াছেন যে, উম্মতের মধ্যে ফেতনা হইবে, মতবিরোধ হইবে, ফেরকাবাজীর সৃষ্টি হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আলেমরা দায়ী হইবে। অন্য কেহ

দায়ী হইবে না। যখন হুযুর আকরাম (সাঃ) একটি কথা বলিয়াছেন তখন খোদাতা'লার তকদীর তোমাদের মুখ হইতে কথা বাহির করিয়াই ছাড়িবেন যে, হ্যাঁ, তোমরাই দায়ী। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ঘোষণা বৃথা যাইতে পারে না।

অর্ধ শিক্ষিত মোল্লারা ঈমানের জন্য বিপজ্জনক ঃ

আরো একটি হাদীস আছে, যাহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন :— জ্ঞান বাকী থাকিবে না। মানুষ জাহেলদিগকে নিজেদের নেতা বানাইয়া নিবে। তাহাদিগকে ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে। কিন্তু তাহারা জ্ঞান ছাড়াই ফত্‌ওয়া দিবে। তাহারা নিজেরাও বিপথগামী হইবে এবং অন্যদিগকেও বিপথগামী করিবে।"

(মেশকাত, কিতাবুল ইলম)

আলেমরা জাহেল হইবে এবং জ্ঞান ছাড়া ফত্‌ওয়া দিবে—এই ব্যাপারে প্রমাণের জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই! লাহোরের 'জং' পত্রিকায় ৩১-১-১৯৮৫ইং তারিখে পাকিস্তানের প্রেসডেন্টের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লেখা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের প্রায় ৫০ হাজার মসজিদের ইমামের মধ্যে ৩৬ হাজার ইমাম অর্ধ শিক্ষিত এবং ১১ হাজার ইমাম গণ্ডমূর্খ। মানুষ এই প্রবাদটি ভুলিয়া যায় যে, হাতুড়ে চিকিৎসক যেমন জীবনের জন্য বিপজ্জনক, তেমনিভাবে অর্ধ শিক্ষিত মোল্লা ঈমানের জন্য বিপজ্জনক। বস্তুতঃ সত্য সংবাদদাতা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই এই সংবাদ দিয়াছেন।

জাতির ধ্বংসের আসল কারণ ঃ

সুতরাং জ্ঞান এইভাবে উঠিয়া যায় না যে, খোদাতা'লা জ্ঞানকে টানিয়া লইয়া যান। ইহার অর্থ হইল, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পৃথিবী হইতে উঠিয়া যান। তাঁহাদের স্থান জাহেল ও অশিক্ষিত লোকেরা দখল করিয়া নেয় এবং নিজেদের জাহেলিয়াতের মধ্যেই ফত্‌ওয়া প্রদান করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়ায়। লাহোরের জমিদার পত্রিকা ১৯১৫ সালের ১৪ই আগষ্ট সংখ্যায় এই বাস্তব সত্য স্বীকার করিয়াছে। বস্তুতঃ পত্রিকাটি লেখে :

"যখন খোদার দরবারে কোন জাতির ধ্বংস হইয়া যাওয়ার দিন আসে তখন (কি হয়? তখন কোন ধনতান্ত্রিক শক্তি আহ্‌মদীয়াতের বীজ বপন করে না। ধ্বংস হওয়ার অন্য কারণ থাকে। তাহাও শুনুন। পত্রিকায় বলা হইয়াছে) ঐ জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট হইতে পুণ্য কাজের তৌফিক ছিনাইয়া নেওয়া হয় (নিশ্চয়ই ইহা একটি গভীর জ্ঞানের কথা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। লেখক অত্যন্ত সঠিক বক্তব্য তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, এমতাবস্থায় জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট হইতে পুণ্য কাজের তৌফিক ছিনাইয়া নেওয়া হয়। তখন জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়) এবং তাহাদের প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের কুকর্মের উপর জাতির ধ্বংসের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়া থাকে এবং ইহা স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লার সিদ্ধান্ত। ভারতের মুসলমানদের দুষ্কর্ম, দীর্ঘকাল হইতে মিথ্যা পীর, জাহেল মৌলবী এবং লোক দেখানো সাধুদের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাদের না আছে খোদার ভয়, না আছে রসূলের

জন্য সম্মান, না আছে শরীয়াতের প্রতি মান সম্ভ্রমবোধ এবং না আছে ইহাদের মধ্যে ভাল বস্তুর জন্য কদর। এই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের শিকারের জালে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এইভাবে ফাঁসাইয়া রাখিয়াছে এবং ইসলামের নামে এইরূপ জঘন্য কার্য কলাপে লিপ্ত রহিয়াছে যে, অভিশপ্ত ইবলীসের ললাটও পরিশ্রমের ঘামে সিক্ত হইয়া যায়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি হৃদয় বিদীর্ণকারী কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের নিজেদের আলেম, নিজেদের লেখক এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যাহারা বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সকল সত্য কথা বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন তাহা তোমরা দেখিতেছ না এবং শুনিতেছ না। এই সকল উদ্ধৃতির মধ্যে কোন আহ্‌মদীর একটি শব্দও নাই। এই ব্যাপারে আমি সতর্কতার সহিত সব কয়টি ফত্‌ওয়া তাহাদের নিজেদের আলেমদের ফত্‌ওয়া পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। এই জন্য তাহাদের নিজেদের লেখকগণের লেখা পেশ করিতেছি এবং তাহাদের লেখা দ্বারাই ইতি টানিতে চাই। কেননা আহ্‌মদীরা ভালবাসার কথা বলিলেও তাহাদের রাগ আসিয়া পড়ে। আহ্‌মদীরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম প্রকাশ করিলেও তাহাদের শরীরে আগুন ধরিয়া যায়। সুতরাং আমরা কিছু বলিলে তাহারা ইহাতে দোষ ধরিবে। কিন্তু নিজেদের লোকদের কথায়তো দোষ ধরিতে পারিবে না। তাহারা কোন্ কোন্ পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিবে? জমিদার পত্রিকা এই সংখ্যাতেই আরো লিখিয়াছে :—

"কিছু দিন হইতে এই দুষ্টের দলের শেরেকপূর্ণ দুষ্কর্ম এবং জঘন্য তৎপরতা এতখানি বাড়িয়া গিয়াছে যে, যদি খোদাতা'লার আত্মাভিমান সকল ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহাসন তাহাদের অপরাধের শাস্তিতে উলটাইয়া দেয়, তাহা হইলে যাহাদের সামান্য দুরদৃষ্টিও আছে তাহারা অবাক হইবে না।" (ক্রমশঃ)

(লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারত, এশায়াত ও ওকালত তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন :

(১) "যে সময় কোন ব্যক্তি কোন নামায ছেড়ে দেয় সে সময়ই সে আহ্‌মদীয়াত থেকে বহির্গত হয়ে যায়।" (আল্ ফযল, ৭ই জুন, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ)

(২) "যে নামাযকে ছেড়ে দেয়, আমি তাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তার কখনও ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হবে না। মৃত্যুর পূর্বে তার উপর এমন দুর্ঘটনা আপতিত হবে যার ফলে সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে এবং এইভাবে সে বেঈমান হয়ে মারা যাবে।"
(আল্ ফযল, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ)

সংগ্রহ—'নানা ভাই'

জুমু'আর খুৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[২৮শে আগষ্ট, ১৯৮৭, অসলোতে (নরওয়ে) প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা এমদাদুর রহমান সিদ্দীকি

"দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র মহান দায়িত্ব এবং ওহুদাদারগণের কর্মসূচী।"

হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ২৮শে আগষ্ট ১৯৮৭ ; অসলোতে (নরওয়ে) প্রদত্ত ভাষণে বলেন :

দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র প্রোগ্রাম কোন মামূলী বা সাধারণ প্রোগ্রাম নয়। আমরা আগামী শতাব্দীর নিকটে এসে দাঁড়িয়েছি। সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামে আনবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ যাবত একশ' বছরে আমরা যা চেষ্টা করেছি তদ্বারা কোন এক দেশে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করা দূরের কথা ; কোন এক দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকও হতে পারি নাই। এমন কি কোন এক দেশে শতকরা দশজনও হতে পারি নাই। সমগ্র বিশ্বকে ইসলামে দাখিল করা সাধারণ ব্যাপার নয়। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের কাঁধে এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এখন আমাদিগকে এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য বড় গভীরভাবে চিন্তা করে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কেহ যেন ততক্ষণ বিশ্রামে না বসেন যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ফযলে তাহার নিজ প্রচেষ্টার ফল লাভ শুরু হয়ে না যায়। আমাদের ওহুদাদারগণ (ভারপ্রাপ্ত কর্ম কর্তাগণ) যেন কোন ক্রমেই ভুলে না যান, আমি জিজ্ঞাসা করি বা না করি। যদি তাঁরা ভুলে যান, তবে জামা'তের সকলে ভুলে যাবেন। ওহুদাদারগণের উপর বড় গুরু দায়িত্ব। তাঁরা যেন নিজে স্মরণ রাখেন এবং পুনঃপুন জামা'তের অবস্থার প্রতি নজর দিতে থাকেন এবং বার বার দেখতে থাকেন যে, দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ কতদূর অগ্রসর হচ্ছে।..... আমাদের অধিকাংশ মুনতাযেমগণ কিছু সংখ্যক মুখলেসদের (নিবেদিত প্রাণ) কাজকে জমা করে থাকেন। (আল্লাহ্‌তা'লা নিজ ফযলে আমাদিগকে দুই-চার-দশ জন মুখলেস দিয়েছেন) এই মুখলেসদের কাজকে নিজ নিজ রিপোর্টে সুন্দরভাবে সংযোজন করে মরকযকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে জামা'তের সকলে ভালভাবে দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন। অথচ যারা দাওয়াতের কাজ করছেন তাঁরা নিজ থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়াতে কারও কোন হাত নেই। অথবা তাদেরকে আগের চেয়ে ভাল দা'য়ী ইল্লাল্লাহ্ করার জন্য কেউ চেষ্টা করেন নি। কোন কোন স্থানে নেযামে জামা'ত এমন মুখলেসদের অভিভাবকতা বা পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, তাদের উৎসাহ যোগাচ্ছেন, তাদের সাথে মিলিতভাবে কাজ চালাচ্ছেন।

রিপোর্টের সাথে যতটা সম্পর্ক আছে, এতে করে রিপোর্ট প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে এতে করে আমীর তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন না। তাঁর কাজ (আমীরের কাজ) এই যে, তিনি নিজে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন এবং ফসল ফলাবেন। নতুন গাছ লাগাবেন। তারপর পরিষ্কার মন নিয়ে আল্লাহ্‌র সমীপে হাজির হয়ে বলবেন: হে খোদা! এ বছর এই আমার পরিশ্রম — আমি চেষ্টা করেছি এবং তুমিই আমাকে তৌফিক দান করেছ, যাতে করে আমি তোমার রাস্তায় এই নতুন ক্ষেত্র তৈরী করেছি। নতুন বাগান করেছি। অতএব এইভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র নতুন বাগান করা, নতুন ক্ষেত করা—দায়ীয়ানে ইলাল্লাহ্‌র কাজ এবং ওহ্‌দাদারদের কাজ। শুধুমাত্র নসিহত বা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে কাজ হয় না। বরং অন্যকে নিজ সংগে কাজে নিয়োজিত করে কাজ শিখাতে হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকটা অভ্যাস করিয়ে দিতে হয়। কিছু আহ্‌মদীকে ধরে নিজ সাথে সংযুক্ত করে তাদের সাথে মুহাব্বৎ ও প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা — তাদের অন্তরে কাজের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা এটা একটা শিল্পকলা।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌ সম্পর্কে কুরআন শরীফে মূলনীতি নির্দেশ

এ সম্বন্ধে কুরআন শরীফে চিরকালের মূল নীতিবাচক নির্দেশ আছে। সেখান থেকে আমাদিগকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌তা'লা একাধিক জাতির পুনর্জীবিত করার দায়িত্ব দান করেছিলেন। তিনি একাধিক জাতির জন্য নবী ছিলেন। একজন মহান দায়িত্বসম্পন্ন নবী ছিলেন। আল্লাহ্‌ বললেন আমি তোমার মাধ্যমে অনেক জাতিকে নবজীবন দান করব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বড় বিনয়ী ছিলেন। তিনি আশ্চর্য হলেন। এত বড় গুরুভার তিনি কি ভাবে পালন করবেন। তিনি বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন رب ارنی کیف تحی الموتی "রাব্বে আরেনি কায়ফা তুহয়ীল মাওতা।" অর্থ :- হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে শিখাও—কি ভাবে মৃতকে জীবিত করা সম্ভব! (রূহানী বিষয়) আল্লাহ্‌ উত্তরে বললেন, তুমি চারটি পাখি নিয়ে তাদের পোষ মানাও। পালন কর। এবং নিজের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে তোল। তাদের অন্তরে তোমার জন্য মুহাব্বত বা প্রেম জাগাও। যখন তারা তোমার সাথে আসক্ত হয়ে যাবে তখন তাদের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন পাহাড়ের উপর ছেড়ে দাও। তার পর তুমি তাদের ডাক। দেখবে তারা তোমার দিকে তড়িৎ বেগে দৌড়ে আসবে।

ইহাই নব জীবন দানের নেযাম (ব্যাবস্থাপনা) যেটা আল্লাহ্‌তা'লা নিজে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য নিদর্শনস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন।

অতএব প্রত্যেক মুরব্বী, প্রত্যেক আমীর, প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি—তিনি সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ-ই হন বা অন্য যিনি এই দায়িত্বে

আছেন। তাঁর কাজ এই যে, তিনি জামা'তের কিছু সংখ্যক লোককে ধরে (فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ — ফাছুর হুন্না ইলাইকা) নিজের সাথে শামিল করে মুহাব্বতের সাথে তরবীয়াত দিয়ে তাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিবেন। তারপর তাদেরকে জগতের বুকে ছড়িয়ে দিবেন। এবং তাঁদের দ্বারা মৃত জীবিত করণের কাজ নিবেন। এই ভাবে নিজ যোগ্যতা অনুসারে, নিজের দৃষ্টিপাত (নির্বাচন)-কে বদলাতে হবে বার বার। আজ আট-দশ খোদ্দামকে ধরে তাদের তরবীয়াত করে কাজে লাগিয়ে দিন। তারপর কাল আবার আট-দশ-বিশজনকে (যততুর সম্ভব, আল্লাহ্ যতটা তৌফিক দেন) ধরবেন। তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন। এবং মুহাব্বতের সাথে প্রেম-প্রীতি দিয়ে তরবীয়াত করবেন। তাদের দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র পদ্ধতি শিখাবেন। যখন তারা নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে তখন তারা নিজেরাই দায়িত্ব বহন করতে পারবে। এভাবে প্রত্যেক দিন দায়ী ইলাল্লাহ্‌কারীর সংখ্যা বাড়াতে থাকবেন। প্রত্যেক জামা'তের আমীরের অনবরত মাথা ব্যাথা থাকা উচিৎ যে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌কারীর সংখ্যা বাড়ছে কি না। আমি কি আগের সংখ্যা নিয়েই সন্তুষ্ট? আমি কি প্রকৃত পক্ষে সংখ্যা বাড়াবার যথাযথ চেষ্টা করছি? তারপর এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে যে সকল মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। যাহাদিগকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তাঁরা কোন্ কোন্ স্তরের, আমরা কি সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোককে দাওয়াত দিচ্ছি? এমন ত নয় যে, আমাদের দেশে এমন কিছু ক্ষেত্র (এমন ক্লাশ বা শ্রেণীর লোক) রয়ে যাচ্ছে, বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং আমরা সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছি না।' ......"

(মে '৮৮ সংখ্যার যমীমা তাহরীকে জাদীদ রাবওয়া থেকে সংকলন ও অনুবাদ)

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।

['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আপনার পত্র পেলাম

নং-১৫২/৮৩০৮ তারিখ: ১৫-১১-৮৮ইং

বিউটি
প্রযত্নে-মৌলবী আহমদ আলী সাহেব
গ্রাম ও পোঃ তারুয়া
জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

স্নেহের বোন বিউটি,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

তোমার ১১/৮/৮৮ তারিখে লিখিত চিঠি একটি কবিতাসহ পেয়েছি। কবিতাটির ধারণা ভাল। তবে ভাষা ও ছন্দে দুর্বলতা আছে। বানানে কিছু ভুল আছে। ভাষা ও ছন্দের দুর্বলতা অন্য কারো পক্ষে দূর করা খুব সময় সাপেক্ষ। আমার পক্ষে সময় দেয়া দুষ্কর। এসব দুর্বলতা দূর করতে হলে লেখককে বার বার নিজের লেখা পড়তে ও সংশোধন করতে হয়। তাও একদিনে নয়। দু'একদিন পর, পর পর কয়েকদিন তা করতে হয়। এভাবে প্রচেষ্টার ফলে লেখার মান এমন স্তরে পেঁীছে যে ছন্দ ও ভাষা অনেকখানি আয়ত্বে এসে যায়। ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত গল্প লেখক মেঁাপাসা তাঁর কোন লেখাই ২৭ বারের কম সংশোধন করেন নি বলে তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়। প্রায় সব বড় কবি সাহিত্যিকের বেলাতে একথা খাটে। মনে রেখ যত বড় প্রতিভা তত বড় সাধনা না থাকলে মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ কখনও সম্ভব নয়। মো'মেনের জীবনে অবশ্যই সাধনার সাথে দোয়ারও নিবিড় সংযোগ থাকে।

আহমদী পত্রিকার চার্জে যিনি আছেন তাঁকে কিছুটা সংশোধনের পর কবিতাটি দিয়েছি। তিনি বল্লেন বহু কবিতা পাচ্ছেন এবং পেণ্ডিং আছে। গদ্য লেখা খুব কম আসছে। অথচ অনিবার্য কারণে এই পত্রিকায় গদ্যই ছাপা হয় বেশী। দেখা যাক কি দাঁড়ায়। সবার জন্য দোয়া করছি। সবাইর কাছে দোয়া চাচ্ছি।

আশীষসহ,

স্বাক্ষর/ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪৬)

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(খ) আরবী সকল ভাষার জননী, পবিত্র কুরআন সকল ধর্মগ্রন্থের জননী এবং মক্কা সকল নগরের জননী।

পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবীর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিশেষ জ্ঞান লাভ করে ঘোষণা করলেন যে, আরবী ভাষাই সকল ভাষার জননী। অনুরূপভাবে তিনি ঘোষণা করলেন যে, পবিত্র কুরআন অতীতের সকল ধর্ম-পুস্তকের জননী এবং মক্কা-নগরী সকল নগরের মাতা। তিনি বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে ('মিনানুর রহমান' ও অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য) এই সকল জ্ঞান-গর্ভ এবং বিস্ময়কর আবিস্কার উপস্থাপন করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, কেহ আরবী ভাষার সংগে সমকক্ষতা করতে পারলে তাকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন (১৮৯৫ ইং)। পরবর্তীকালে এই সকল আবিস্কারের সূত্র ধরে অনেক গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই সকল বিষয়ের অধিকতর মূল্যায়ন হতে থাকবে।

(গ) আরবী ভাষায় খুতবা ঃ

১৯০০ ইং সনের ঈদুল আযহার দিনে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ঘোষণা করলেন যে, তিনি আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান করবেন। তাঁর সেই বক্তৃতা 'দ্রুত লিপিকার' দ্বারা সংগে সংগে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তা পরবর্তীতে 'খুতবায়ে ইলহামিয়া' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামে কুরবানীর মূল দর্শন সম্পর্কে এই বক্তৃতায় অতি উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

(ঘ) তুরস্কের জন্য বিশেষ ঐশী-নিদর্শন ঃ

১৮৯৮ ইং সনের মে মাসে হুসাইন কামী নামক তুর্কী কনসাল সাহেব কাদিয়ানে হযরত মির্যা সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করেন। এই সময় হযরত মির্যা সাহেব দোয়ার মাধ্যমে উক্ত কনসাল সাহেব এবং তুরস্কের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই বুঝতে পেরেছিলেন। আলোচনা কালে তিনি এই বিষয়ে কনসাল সাহেবকে কিছু ইঙ্গিতে-ইশারায় অবহিত করেন। কনসাল সাহেব পরিশেষে তুরস্কের সুলতানের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার জন্য আবেদন করলে হযরত মির্যা সাহেব সরলভাবে জানালেন যে, তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে

পাচ্ছেন যে, তুরস্কের সুলতানের অবস্থা খারাপ হতে যাচ্ছে এবং সুলতানের সাঙ্গ-পাঙ্গদের অবস্থাও সংকটজনক।

হযরত মির্যা সাহেবের এরূপ মন্তব্যের কারণে কনসাল সাহেব অসন্তুষ্ট হন এবং লাহোরে এসে পত্রিকার মাধ্যমে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে গালি-গালাজ করে পত্র লিখেন এবং এ বিষয়ে তৎকালীন পত্রিকাদিতে উত্তেজনাকর কথা-বার্তা প্রকাশিত হ'তে থাকে ("নাজিমুল হিন্দ" এবং "চৌদভী সদী," লাহোর হতে প্রকাশিত, জুন ১৮৯৭ ইং দ্রষ্টব্য)। উক্ত কনসাল, তুরস্কের সুলতান এবং সুলতান আব্দুল হামিদ সংক্রান্ত উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে পূর্ণ হতে থাকে। প্রথমতঃ কনসাল সাহেব স্বয়ং তহবিল তসরুফের মামলায় বিপদগ্রস্ত হলেন যার ফলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তাকে চাকুরী হতে অপসারিত করা হলো। হযরত মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী "ইন্নী মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা" (যে তোমাকে লাঞ্ছনা করতে চেষ্টা করবে আমি তাকে লাঞ্ছিত করবো)। পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়তঃ তুরস্কের সুলতানের অবস্থাও ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে লাগলো, চতুর্দিকে বিদ্রোহ এবং ধ্বংস ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং বিদ্রোহী সৈন্যরা রাজধানী ইস্তাম্বুল অধিকার করতঃ সুলতান আব্দুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করলো (২৭শে এপ্রিল ১৯০৯ ইং)। এইভাবে তুরস্কের সুলতানের পতনের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) হিসেবে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করলো এবং ঐশী নিদর্শন তুর্কী জাতিসহ সকল মুসলমান এবং অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য চক্ষু-উন্মীলনকারী ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়ে থাকলো।

(৬) আখেরী যুগের ফেরাউন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

হযরত মুসা (আঃ)-এর যুগের ফেরাউন সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য তিনি নিদর্শন হিসেবে প্রথমোক্ত ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণ করবেন (সূরা ইউনুস : ৯৩)। আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, বহুকাল পর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব-যুগে ফেরাউনের মমি আবিস্কৃত হয় যা কায়রোতে এখনও সংরক্ষিত আছে। ২১শে ডিসেম্বর ১৯০২ সনে হযরত মির্যা সাহেবের (আঃ) কাছে আরবীতে ইলহাম হয়- ইয়াতি আলায়কা যামানুন কা-মেসলে যামানে মুসা" অর্থাৎ তোমার উপর এমন একটি যামানা আগমন করবে যা মুসার যুগের অনুরূপ হবে" (তাযকেরা, পৃ-৪৪৬) এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত যুগ যে চতুর্থ খেলাফত কালের সংগে সম্পর্কিত তা অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে সুপ্রকাশিত হয়েছে ঃ "ইয়া আলীয়ু দা'হুম ওয়া আনসারা হুম ওয়া যিরায়াতা-হুম "অর্থাৎ "হে আলী, ইহাদের হ'তে এবং ইহাদের সাহায্যকারীদের হ'তে সরে পড়ো এবং ইহাদের দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে নাও" (তাযকেরা পৃ-২০৯)। এ যুগের ফেরাউন সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে : "আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিশরের নীল নদের

কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার সংগে অনেক বনী ইস্রাঈল রয়েছে এবং আমার নিজেকে মূসা বলে মনে হচ্ছে। মনে হলো যেন আমি পলায়ন করছি। দৃষ্টি ফেরাতে দেখলাম ফেরাউন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আমার পাশ্চাদ্ধাবন করে আসছে এবং তার সংগে অনেক উপকরণ যথা গাড়ী-ঘোড়া, রথ ইত্যাদি রয়েছে। সে আমার অতি নিকট এসে পৌঁছেছে। আমার সঙ্গী বনী ইস্রাঈল অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে অনেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে এবং উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে বলছে: হে মূসা, আমরা ধরা পড়ে গেলাম। আমি উত্তরে উচ্চ এবং দীপ্ত কণ্ঠে বললাম "কাল্লা ইন্না মা-ইয়া রাব্বী সাইয়াহ্‌দীন" অর্থাৎ কখনও ইহা হ'তে পারে না। নিশ্চয় আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।" (তাযকেরা, পৃ-৪৫৪)।

উল্লেখ্য যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তের চতুর্থ খেলাফতকালে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। কেননা এই সময়ে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মিলিটারী শাসকগোষ্ঠী এবং উগ্রপন্থী মৌলবীদের চক্রান্তের ফলে তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। জেনারেল জিয়ার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় যন্ত্র এবং সমর্থনপুষ্ট মোল্লাতন্ত্র আহ্‌মদীদের উপর জোর-যুলুম, জেল-জরিমানা এবং মানবতা বিরোধী কার্যকলাপে ক্রমবর্ধমান নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করতে থাকে। পরিশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ঐশী ইঙ্গিতে জেনারেল জিয়া এবং তার অনুসারীদের বিচারের ভার আল্লাহ্‌তা'লার আদালতে পেশ করতঃ 'মুবাহালা' বা প্রার্থনাযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানান (১০/৬/৮৮ইং) এবং এজন্য এক বছর সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়। যখন জেনারেল জিয়ার বাড়াবাড়ি চরম সীমা অতিক্রম করতে লাগলো। তখন আল্লাহ্‌তা'লার কঠোর শাস্তি দৈবাৎ তার উপর নেমে আসল এবং ৩০ জন সাঙ্গ পাঙ্গসহ এক আশ্চর্যজনক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে এই অত্যাচারী যুগ-ফেরাউন বিধ্বস্ত এবং ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল (১৭ই আগষ্ট ১৯৮৮ ইং)। বস্তুতঃ বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জন্য এই সকল ঘটনা যেমন চক্ষু উন্মীলনকারী এবং ঈমান-উদ্দীপক, তেমনি আহ্‌মদীয়া জামা'তের সত্যতার জন্য বাস্তব নিদর্শনের জলন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ। (ক্রমশঃ)

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

(হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) প্রণীত উর্দু দুররে সামীন থেকে)

এক নজরে মুস্তফা (সাঃ) চরিত

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

খৃষ্টাব্দ	হিজরী পূর্ব সন	বিশেষ ঘটনাবলী
৫৭০	৫৪	০ ইয়ামেনের বাদশাহ্ আবরাহা বিরাট হস্তী-বাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্যে মক্কা আক্রমণ করতে আসলে দলবল সহ আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ০ হযরত আবদুল্লাহ্র বিবাহ হয়। ০ হযরত আবদুল্লাহ্ ইন্তেকাল করেন।
* ৫৭১ (২০শে এপ্রিল) সোমবার	৫৩ (৯ই রবিউল আউয়াল)	০ হযরত আবদুল্লাহ্র ঔরসে এবং হযরত আমেনার গর্ভে কুরাইশ বংশে আরবের মক্কা নগরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ০ জন্মের ২ সপ্তাহ পরে লালন পালনের জন্যে তাঁর দুধ-মাতা বানু সা'দ গোত্রের হালিমা-সা'দিয়ার নিকট তাঁকে দেয়া হয়। সেখানে তিনি ৫ বছর অবস্থান করেন।
৫৭৮	৪৭	০ হযরত আমেনা মদিনার পথে আবওয়া নামক স্থানে ইহলোক ত্যাগ করেন।
৫৭৮	৪৫	০ দাদা হযরত আব্দুল মুত্তালিব আঁ-হযরত (সাঃ) কে ছেড়ে দুনিয়া থেকে চলে যান।
৫৮২	৪০	০ চাচা হযরত আবু তালেবের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিরিয়ায় গমন করেন। ০ বসরায় বহিরা নামক খৃষ্টান সাধুর সাথে পরিচয় হয়।
৫৯০	৩২	০ 'হারব্ উল ফুজ্জার' বা অন্যায় সমরে ব্যথিত হয়ে 'হিলফুল ফজুল' সমিতি গঠন করেন।
৫৯৩	২৯	০ হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবসার কাজে নিযুক্ত হন এবং সিরিয়া গমন করে ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হন।
৫৯৫	২৭	০ হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর সাথে আঁ-হযরত (সাঃ) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

খৃষ্টাব্দ	হিজরী পূর্ব সন	বিশেষ ঘটনাবলী
		তাঁদের বয়স যথাক্রমে ৪০ ও ২৫ বছর ছিল। হযরত আবু তালেব ৫০০ দিরহাম দেন-মহর ধার্য করে এই বিবাহ দেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তিন পুত্র—কাসেম, তৈয়্যব ও তাহের এবং চার কন্যা—যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতেমা এই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ছেলেরা অল্প বয়সেই মারা যান।
৬০৫	১৭	০ কা'বা ঘরে কৃষ্ণ প্রস্তর (হজরে আসওয়াদ) স্থাপনের ঘটনা। ইতি পূর্বে তিনি মক্কার মধ্যে আল্ আমীন, আস্ সাদেক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ সময় থেকেই তিনি হেরা গুহায় গভীর ধ্যান ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত থাকতেন।
৬১০	১২	০ হেরা গুহায় ৪০ বছর বয়সে প্রথম ওহী লাভ করেন রমযান মাসের শেষ দশকের সোমবার। কোন কোন রেওয়াত অনুযায়ী ২৪শে রমযান।
		০ হযরত খাদীজার চাচাত ভাই ওয়ারকা বিন নওফাল আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বিশ্ব-নবী বলে সনাক্ত করেন।
		০ তৌহীদের প্রচার শুরু। হযরত খাদীজা ও হযরত আলী প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে হযরত আবুবকর, হযরত বেলাল, হযরত যায়েদ বিন হারিস, হযরত উসমান, হযরত আব্দুর রহমান, হযরত সা'দ, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন।
৬১৩	৯	০ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব এবং হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালেব (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ।
৬১৫	৭	০ রজব মাসে প্রথমে ১০টি এবং পরে ৮৩টি মুসলমান পরিবার নাজ্জাশীর রাজ্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

খৃষ্টাব্দ	হিজরী পূর্ব সন	বিশেষ ঘটনাবলী
৬১৬	৬	০ কুরাইশদের যুলুম-নির্যাতন চরম আকার ধারণ করে।
৬১৭	৫	০ শি'আবে আবি তালেবে বা আবু তালেবের উপত্যকায় হযরত রসূল করীম (সাঃ) সহ মুসলমানদেরকে কুরাইশগণ অবরুদ্ধ করে রাখে। প্রায় আড়াই থেকে ৩ বছর এই অবরুদ্ধ কালের সময়-সীমা।
৬২০	২	০ হযরত আবু তালেব এবং হযরত খাদীজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। ০ চন্দ্র দিখণ্ডিত হওয়ার মোজেযা দেখান আঁ-হযরত (সাঃ)। ০ হযরত আয়েশা বিনতে আবুবকর এবং হযরত সাওদা বিনতে জাম'আকে বিয়ে করেন আঁ-হযরত (সাঃ)
৬২১	১	০ আঁ-হযরত (সাঃ) মক্কা থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণে তায়েফ গমন করেন। কিন্তু বহু যুলুম-নির্যাতন ভোগ করে মক্কায় ফিরে আসেন। ০ আকাবার প্রথম বয়'আত।
৬২২	০	০ চাচাত বোন উম্মে হানির ঘরে থাকা অবস্থায় ইস্‌রা সংঘটিত হয়। ০ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। ০ রোম এবং পারশ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ এবং রোমের বিজয় লাভ—আঁ-হযরত (সাঃ) এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ০ আকাবার দ্বিতীয় বয়'আত অনুষ্ঠিত হয়। ৭৫ জন ইয়াসরেব বা মদীনাবাসী এতে অংশ গ্রহণ করেন এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-কে তাদের দেশে আশ্রয় দেয়ার অঙ্গীকার করেন। (যিলহজ্জ মাস)
	হিজরী সন	
৬২৩	১	০ আঁ-হযরত (সাঃ) ইয়াসরেবে (অর্থ-রোগের গাঁ) হিজরত করেন। তখন থেকে এর নাম হ'ল মদীনাতুন্‌ নবী অর্থাৎ নবীর শহর। পথি-মধ্যে তিনি (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর

খৃষ্টাব্দ	হিজরী সন	বিশেষ ঘটনাবলী
		(রাঃ) মক্কা থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে সওর নামক গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানে ৩দিন অবস্থান করেন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার সেখান থেকে তিনি মদীনার পথে রওয়ানা দেন।
		০ ২০শে সেপ্টেম্বর আঁ-হযরত (সাঃ) মদীনার সন্নিকটে কুবা নামক স্থানে পেঁৗছান। পরবর্তীকালে স্মৃতি স্বরূপ এখানে 'কুবা মসজিদ' নির্মিত হয়।
		০ আযান এবং জুমু'আর নামাযের বিধান জারী হয়।
		০ মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা হয়।
৬২৪		০ জেরুযালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কায় কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন।
		০ ৪৭টি শর্ত সম্বলিত 'মদীনা সনদ' প্রণয়ন যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান নামে আখ্যায়িত।
		০ রোযা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং হজ্জ এর বিধান জারী হয়।
		০ মার্চ্চ মোতাবেক রমযান মাসে মদীনার ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'বদর' নামক কুয়ার নিকটবর্তী প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে 'বদরের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ৩১৩ জন এবং কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ১০০০ জন। মুসলমানগণ যুদ্ধে জয় লাভ করেন। আবু জাহল সহ ৭০জন কাফের নিহত হয় এবং মাত্র ১৪জন মুসলমান শহীদ হন।
		০ শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রোখ্‌সতনা অনুষ্ঠিত হয়।
		০ হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় যিলহজ্জ মাসে।
		০ রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আঁ-হযরত (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী (সূরা রূম)

খৃষ্টাব্দ	হিজরী সন	বিশেষ ঘটনাবলী
		পুনরায় পারস্য বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে আরম্ভ করে।
		০ জান্নাতুল বাকী প্রতিষ্ঠা এবং এই কবরে হযরত উসমান বিন মাযউন (রাঃ)-কে প্রথম দাফন করা হয়।
৬২৫	৩	০ হযরত রসূল করীম (সাঃ) হযরত উমরের কন্যা হযরত হাফসাকে বিয়ে করেন (শা'বান মাসে)।
		০ হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন (রমযান মাসে)
		০ মার্চ মোতাবেক শাওয়াল মাসে মদীনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ নামক উপত্যকায় মুসলমান এবং মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে যদিও প্রথম মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন কিন্তু আব-দুল্লাহ্ ইব্‌নে জাবিরের নেতৃত্বে এক তীর-ন্দাজ বাহিনীকে আঁ-হযরত (সাঃ) এর একটি এলাকা সর্বদা পাহাড়ায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিজয় দেখে তারা সেনা-পতির হুকুম অমান্য করে গনিমত আহরণ করতে আসলে মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয় এবং হযরত হামযা (রাঃ) সহ ৭৩জন সাহাবা শহীদ হন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দাঁত শহীদ হয় এবং তিনি ১২জন সাহাবা সহ ভীষণ ভাবে আহত হন।
		০ বানু কাইনুকা গোত্রকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়।
৬২৬	৪	০ সফর মাসে কাফেরগণ 'বীরে মাউনা' নামক স্থানে ধোকা দিয়ে ৭০ জন হাফেযে কুরআনকে শহীদ করে দেয়।
		০ বনুনযীর গোত্রকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়।
		০ ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ঘোষণা করা হয়।

খৃষ্টাব্দ	হিজরী সন	বিশেষ ঘটনাবলী
		০ মদের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়।
		০ আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মাকে বিয়ে করেন।
		০ হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ) শা'বান মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।
		০ শওয়াল মাসে হযরত রসূল করীম (সাঃ) উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে উম্মিয়াকে বিয়ে করেন।
৬২৭	৫	০ জমাদিউস সানী মাসে চন্দ্র-গ্রহণ হয় এবং হুযূর (সাঃ) বা-জামায়াত সালাতুল খসুফের নামায পড়েন।
		০ মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং আঁ-হযরত (সাঃ) মক্কার গরীবদের সাহায্য প্রেরণ করেন। আবুসুফিয়ান আঁ-হযরত (সাঃ)-কে মক্কাবাসীদের জন্যে দোয়ার অনুরোধ করেন (বুখারী, কিতাবুল ইস্‌তিসকা)।
		০ শা'বান মাসে আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত যায়েদের তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রী এবং তাঁর (সাঃ) ফুফাত বোন যয়নাব বিনতে জুহাশ (রাঃ)-কে বিয়ে করেন।
		০ পর্দার আদেশ জারী হয়।
		০ শা'বান মাসে বনু মোস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে হুযূর (সাঃ) এক অভিযান করেন।
		০ বনু মোস্তালিক গোত্রের সর্দার হারেস বিন আবি যারার-এর কন্যা যোয়ায়ারিয়াকে আঁ-হযরত (সাঃ) বিয়ে করেন।
		০ মদীনায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থানকালে রজব মাসে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। (এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে)।
		০ ৩১শে মার্চ কুরাইশ, ইহুদী এবং বেদুঈনদের দশ হাজার ছয় শত সৈন্যের একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ান মদীনা আক্রমণ করে। আঁ-হযরত (সাঃ) সালমান ফারসী (রাঃ)-এর পরামর্শ মোতা-

খৃষ্টাব্দ	হিজরী সন	বিশেষ ঘটনাবলী
		বেক ৬দিন যাবৎ মদীনার চার দিকে পরিখা খনন করে ৩০০০ মুসলমান সৈন্য নিয়ে সেখানে থেকেই যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধ জঙ্গে আহযাব বা পরিখার (খন্দক) যুদ্ধ নামে খ্যাত। ০ বিবাহ এবং তালাকের বিধান জারী।
৬২৮	৬	০ বয়াআতুর রিয্‌ওয়ান এবং বিখ্যাত হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয় মার্চ মাসে, যাকে আল্‌ কুরআন 'ফাতহুম মুবীন' বা প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছে। ০ ১৯শে ফেব্রুয়ারী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পারস্য সম্রাট খসরু তার পুত্র সিরোস কর্তৃক নিহত হয়। ০ বাদশাহগণের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন আঁ-হযরত (সাঃ)। ০ মে (মুহার্‌রম) মাসে খায়বার নামক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্বের জন্যে তাঁকে 'আসাদ উল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র সিংহ) উপাধি দেয়া হয়। ০ হুযুর (সাঃ) উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানকে বিয়ে করেন।
৬২৯	৭	০ আঁ-হযরত (সাঃ) মার্চ মাসে ২,০০০ সাহাবী নিয়ে উমরাহ্‌ হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় গমন করেন এবং ৩ দিন অবস্থান করে চলে আসেন। ০ মু'তার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত যায়েদ, আবদুল্লাহ ও (রাঃ) জাফর শহীদ হন। হযরত খালেদ বিন ওলীদ 'সাইফুল্লাহ্‌' খেতাব পান। ০ আঁ-হযরত (সাঃ) মারিয়া কিবতিয়াকে বিয়ে করেন। ময়মুনাহ বিনতে হারিস ও সুফিয়া বিনতে হুব্বিয়া বিন আখতাবকেও তিনি এ বছর বিয়ে করেন।
৬৩০	৮	০ ৬ই জানুয়ারী মোতাবেক ১০ই রমযান ১০,০০০ সাহাবী নিয়ে আঁ-হযরত (সাঃ)

খৃষ্টাব্দ	হিজরী সন	বিশেষ ঘটনাবলী
		মক্কা অবরোধ করেন এবং পরিশেষে মক্কা বিজয় করেন।
		০ হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে হযরত ইব্‌রাহীম জন্মগ্রহণ করেন এবং ধাত্রীর ঘরেই তিনি মারা যান। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন — সে জীবিত থাকলে নবী হ'ত।
		০ ২৭শে জানুয়ারী মোতাবেক ৬ই শওয়াল মক্কার ৩ মাইল দূরে হুনায়নের প্রান্তরে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
		০ তায়েফ বিজয় করেন মুসলমানগণ।
৬৩১	৯	০ নভেম্বর মাসে তাবুকের যুদ্ধ পরিচালনা করা হয় যার নাম 'গাযওয়াতুল উসরাৎ' অর্থাৎ কষ্টের যুদ্ধ।
৬৩২	১০	০ ফেব্রুয়ারী মোতাবেক জিলহজ্জ মাসে আঁ-হযরত (সাঃ) বিদায় হজ্জ পালন করেন ১,১৪,০০০ সাহাবী এবং সহধর্মিনীগণসহ।
		০ আরাফাতের মাঠে ঐতিহাসিক বিদায় ভাষণ দেন আঁ-হযরত (সাঃ)।
		০ ৮ই জুন মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার ৬৩ বছর বয়সে আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁর প্রিয় প্রভুর নিকট গমন করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) (আল্লাহুমা সাল্লে ..... ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)।

* আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। মিশরের বিখ্যাত জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিদ মাহমুদ পাশা ফালাকী সাহেব বহু গবেষণা করে একটা পুস্তক রচনা করে দেখিয়েছেন যে হুযুর (সাঃ)-এর জন্ম ৯ই রবিউল আওয়াল রোজ সোমবার মোতাবেক ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ। আল্লামা শিবলী নোমানী, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গও তা সমর্থন করেছেন। ঐতিহাসিক তারিখগুলো সম্বন্ধে মতভেদ থাকার কারণে কারও কারও নিকট উপরোক্ত তারিখগুলোতে অমিল দৃষ্টিগোচর হতে পারে তবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে সঠিক তথ্য পরিবেশনের জন্যে।

আনসারুল্লাহ্ বার্তা

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমার রিপোর্ট

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ হতে রাত ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। জনাব মোহাম্মদ সেলিম (তারুয়া) তেলাওয়াতে কুরআন ও জনাব আমিরুল হাসানের নযম পাঠের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। জনাব নাজির আহমদ ভুইয়া, খাতামান্নাবীঈনের প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং উহার কল্যাণ, জনাব মাজহারুল হক ও জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল, শত বার্ষিকী জুবিলীর গুরুত্ব, এবং সবশেষে প্রশ্নোত্তর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ অত্যন্ত সারগর্ভ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ঈমান উদ্দীপক ভাষণ দান করেন। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে জাতীয় গ্রন্থাগারের মাননীয় পরিচালক এবং বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি-বর্গ উপস্থিত ছিলেন। রাতে ভিডিও ক্যাসেটে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহ্‌মদীয়া জামা'ত শীর্ষক হুযূর (আইঃ)-এর খুৎবা দেখানো হয়।

১৪ই অক্টোবর ১৯৮৮ ঃ

বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ, নামায ফযর ও দরসে কুরআনের পর কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮-৩০ মিঃ চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সুন্দরবন জামা'তের প্রেসিডেন্ট শেখ সফরউদ্দিন। জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান তেলা-ওয়াতে কুরআন, মৌঃ এ, কে, আনসারী নযম পাঠ করেন। জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ কর্মসূচী বাস্তবায়নে আনসারুল্লাহ্‌র ভূমিকা, মাষ্টার শেখ জনাব আলী বারা-কাতে খেলাফত ও মুবাহালা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তের আমীর মোহতরম সালেহউদ্দিন চৌধুরী, বৈবাহিক সমস্যা ও ইতায়াতে নেযাম এর উপর বক্তব্য রাখেন এবং সবশেষে মজলিসে শূরার সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপণী ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন ঃ

বাদ জুমু'আ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতিত্বে জনাব আতাউর রহমান তেলাওয়াতে কুরআন ও জনাব আমিরুল হাসানের নযম পাঠের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবের আলোকে ইসলামী জিহাদ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মা কুন্না মুয়াযযেবীনা হাত্তা নাব্‌আসা রাসূলা-এর আলোকে বর্তমান দুর্যোগ মোকাবেলা, আল হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, বর্তমান যুগে ইসলামের নব-জাগরণ, জনাব তবারক আলী, বর্তমান শতাব্দী ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য, ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, বিশ্বব্যাপী আযাব

আহ্‌মদীয়া জামা'তের দায়িত্ব, ঐশী ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও ইংল্যাণ্ড জলসার অভিজ্ঞতা শীর্ষক বিষয়ে মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর তথ্যবহুল ও ঈমান আফরোজ ভাষণ দান করেন। সব শেষে প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী এবং ক্লাশে অংশগ্রহণ-কারী সকল আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ইজতেমায় দুইজন ভ্রাতা বয়আত গ্রহণ করেন। এতে একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং আনসারুল্লাহ্‌র ৪১ জন সদস্য তাদের বিবাহযোগ্য পুত্রদের বিবাহ করানোর ওয়াদা করেন।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইতিহাসে ১৯৮৮ সনে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম শত বর্ষের শেষ ইজতেমায় বাংলাদেশের আনসারুল্লাহ্‌র ৬২টি মজলিসের মধ্য থেকে ৪৩টি মজলিসের ১৬৬ জন প্রতিনিধি এবং আরো ৫০ জনের অধিক জেরে তবলীগ বন্ধু, খোদ্দাম আতফালসহ ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন। মোহতরম নায়েমে আলা সাহেবের আহাদ পাঠের ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে শতাব্দীর শেষ ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আল্‌-হামদুলিল্লাহ আলা যালেক।

মহিলাঙ্গণের অবশিষ্টাংশ ৩৬ এর পাতার পর

সুন্দরবন লাজনা এমাউল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিগত ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৮ রোজ শনিবার এক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত সুন্দরবন লাজনা এমাউল্লার বার্ষিক ইজতেমা-১৯৮৮ আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে সুসম্পন্ন হইয়াছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট অসুস্থ থাকায় তাঁর তরফ হ'তে জনাব আবু কাওসার সাহেব ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। সর্বমোট ১৯৫ জন ইজতেমায় যোগদান করেন। তন্মধ্যে লাজনার সংখ্যা ছিল ৯১ ও নাসেরাতের সংখ্যা ছিল ১০৪ জন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে বিজয়িনীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় লাজনা এমাউল্লার প্রেসিডেন্ট জনাবা সামসুন নাহার।

বিকাল ৫টায় ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যসূচীর সমাপ্তি ঘটে। প্রকাশ থাকে যে, ইজতেমায় একজন ভগ্নী বয়আত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হ'ন।

বেগম হামিদা কাওসার
সেক্রেটারী, লাজনা এমাউল্লাহ্‌, সুন্দরবন

মহিলাঙ্গন

শান্তির বাণী (অবারিত জ্যোতিঃ)

—নুসরত জাহান
তারুয়া জামা'ত

কুরআন পড় ধীরে ধীরে,
মর্ম-কথা চিন্তা করে
রইবে না মনের ক্লান্তি ;
বইবে মনে প্রশান্তি ;
নামায-রোযা নিতি তোরে
শান্তি ধারায় রাখবে ভরে ;
দান-দক্ষিণা হাল হয়ে
দয়া-মায়ার পাল লয়ে—
করবে রে পার ভবতরী
আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নবী হয়ে কাণ্ডারী ॥
যুগে যুগে নবী-রসূল পাঠিয়ে—
আল্লাহ্ দেন তাঁর পথ চিনিয়ে—
বেহুস মানুষ হুস না নিয়ে,
ভুল পথে যায় মিলিয়ে ;
আধ্যাত্মিক-চেতা হয় যারা
সর্বকালে জাগ্রত তারা
এ দুনিয়ার মিথ্যা মায়া
তাদের চোখে ফেলে না ছায়া ;
তারা সত্যের কল্যাণময় জ্যোতিতে
আজীবন কাটায় স্রষ্টা-স্তুতিতে
জীবনের পরম উদ্দেশ্য ভাই
প্রভুর গান গেয়ে যাই
তিনি মহান, তিনি স্রষ্টা ;
তিনিই শুধু পথ-দ্রষ্টা ;
চল, তাঁরই পথে চলি
নির্ভয়ে সবাই যাই মিলি—
সবাই একই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি,
সকল মানুষ একই গোষ্ঠী—
তাঁর দৃষ্টিতে সকলে সমান ;
তিনি দয়াময়, তিনিই মহান।

তবলীগি তৎপরতায়—'তারুয়া' লাজনা এমাউল্লাহ

গত ৭/১১/৮৮ রোজ সোমবার তারুয়া মজলিসে লাজনা এমাউল্লাহর উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী নন-আহ্‌মদী সংখ্যা গরিষ্ঠ পাড়া মিয়াজী বাড়ীতে (দারু মিঞা সাহেবের বাড়ীতে) এক বিশেষ তবলীগি সভা অভূতপূর্ব সাফল্যের সাথে সমাধা হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন লাজনা এমাউল্লাহ্‌র ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবা ও সভার কাজ পরিচালনা করেন নুসরত জাহান। সভায় উপস্থিত সদস্যা সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৫ জন। তন্মধ্যে আহ্‌মদী সদস্যা সংখ্যা ৫০ জন ও নন-আহ্‌মদী সদস্য সংখ্যা ২০/২৫ জন।

উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন জনাবা নুসরত জাহান। ইনি ছাড়াও এ সভায় আরো যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা হচ্ছেন সর্বজনাবা শম্পা বেগম, শিউলী বেগম, শিরীন কুরায়শী, কাওসার বিন্‌তে আহমদ ও চায়না বেগম।

পরিশেষে সভাপতি সাহেবা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভা শেষে চা-পানের আপ্যায়ন ছিল।

হনুফা বেগম
প্রেসিডেন্ট, তারুয়া লাজনা এমাউল্লাহ

(অবশিষ্টাংশ ৩৫-এর পাতায় দেখুন)

খোদ্দামের কথা

বঙ্গানুবাদ

নং এন কিউ/৬-৯/৮৮-৮৯/টি-৫৪৮৬ তাং ২৬-১০-৮৮

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী
ন্যাশনাল কায়েদ,
মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১, বাংলাদেশ।

প্রিয় মোহাম্মদ আব্দুল হাদী,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বন্যার সময় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কার্যক্রম সংক্রান্ত আপনার রিপোর্ট আমি পেয়েছি।

আমি অবশ্যই ইহা লক্ষ্য করে আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশের খোদ্দাম বন্যা-পীড়িত লোকদেরকে খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র ইত্যাদি দান করেছে — কেবল ঢাকায়ই নয় বরং অন্যান্য স্থানেও।

এই মহান কাজে যারা অংশগ্রহণ করেছে অনুগ্রহ করে তাদেরকে আমার মোবারকবাদ পৌঁছে দেবেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং তাদেরকে এ ধরণের কাজে অংশ নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তৌফিক দান করুন।

আমি আল্লাহ্‌র নিকটও দোয়া করি যেন তিনি স্বীয় ফযল ও করমে লোকদের ক্ষতি পুরণ করে দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন।

আল্লাহ্‌ আপনাদের সকলের হাফেয, নাসের এবং হাদী হউন।

ওয়াস্‌সালাম
আপনার একান্ত
স্বাক্ষর — মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে'।

১৯৮৮-৮৯ সনের তালিম বিভাগের কর্মসূচী :

১। **মাসিক নির্ধারিত পুস্তক :**

ক) নভেম্বর—আমাদের শিক্ষা
খ) ডিসেম্বর—আমাদের শিক্ষা,
গ) জানুয়ারী—আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম
ঘ) ফেব্রুয়ারী—আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম
ঙ) মার্চ—আহ্বান,
চ) এপ্রিল—আহ্বান,
ছ) মে—ফতেহ ইসলাম,
জ) জুন—ফতেহ ইসলাম,
ঝ) জুলাই—জরুরতুল ইমাম
ঞ) আগষ্ট—জরুরতুল ইমাম,
ট) সেপ্টেম্বর—ইসলামী নীতি-দর্শন,
ঠ) অক্টোবর—ইসলামী নীতি-দর্শন।

করণীয় কাজ : ১। প্রত্যেক খাদেম ও তিফলকে মাসিক নির্ধারিত পুস্তকগুলি নিয়মিত পাঠ করানোর ব্যবস্থা করা।
২। প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত পুস্তকের উপর অন্ততঃ একটি মাসিক সেমিনার করা।
৩। প্রতি দুই মাস পর পর মাসিক নির্ধারিত পুস্তকের উপর লিখিত পরীক্ষা নেওয়া। (প্রশ্ন-পত্র কেন্দ্র হইতে পাঠানো হইবে)

২। **তরবীয়তী মসলা-মসায়েল :**

ক) ওফাতে ঈসা (আঃ)-এর উপর কুরআনের তিনটি আয়াত।
খ) ,, ,, ,, ,, ,, তিনটি হাদীস
গ) সাদাকাতে মসীহ (আঃ)-এর উপর কুরআনের তিনটি আয়াত।
ঘ) ,, ,, ,, ,, ,, তিনটি হাদীস
ঙ) খাতামান্নাবিয়ীন (সাঃ)-এর উপর কুরআনের তিনটি আয়াত।
চ) ,, ,, ,, ,, তিনটি হাদীস

করণীয় কাজ : ১। সপ্তাহে অন্ততঃ একটি তা'লিমী ক্লাসের ব্যবস্থা করা।
২। সাপ্তাহিক তালিমী ক্লাসে উপরের বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া।
৩। প্রতি দুই মাস পর পর পর্যায়ক্রমে উপরের বিষয়গুলির উপর লিখিত পরীক্ষা নেওয়া।

৩। **তরবীয়তী মসলা-মসায়েল :**

ক) অর্থসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায।
খ) জুমুআর নামায।
ঘ) জানাযার নামায।

করণীয় কাজ : ১। সাপ্তাহিক তালিমী ক্লাসে উপরের বিষয়গুলি শিখানো।

২। প্রতি চার মাস পর পর পর্যায়ক্রমে উপরের বিষয়গুলির উপর লিখিত পরীক্ষা নেওয়া।
(প্রশ্ন-পত্র কেন্দ্র হইতে পাঠানো হইবে।)

৪। রচনা প্রতিযোগিতা :

ক) খোদ্দাম-শতবর্ষ জুবিলী উৎসব ও আহ্‌মদীয়াতের বিজয়।

খ) আতফাল—সত্যবাদিতা।

গ) খোদ্দাম—আহ্‌মদীয়াতের বিজয় ও আমাদের কর্তব্য।

ঘ) আতফাল—পিতামাতার প্রতি কর্তব্য।

করণীয় কাজ : ১। উপরে বর্ণিত বিষয় সমূহের উপর রচনা লিখার জন্য খোদ্দাম ও আতফালকে উদ্বুদ্ধ করা।

২। 'ক' ও 'খ' বিষয়ের উপর রচনা আগামী ২০শে মার্চ ১৯৮৯-এর পূর্বে স্থানীয় কায়েদের অনুমোদন সহ কেন্দ্রে পাঠানো।

৩। 'গ' ও 'ঘ' বিষয়ের উপর রচনা আগামী ২০শে অক্টোবর ১৯৮৯-এর পূর্বে স্থানীয় কায়েদের অনুমোদন সহ কেন্দ্রে পাঠানো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১। সকল প্রতিযোগিতার প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালকে কেন্দ্রীয় ভাবে পুরস্কৃত করা হইবে।

২। তালিমী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মজলিসসমূহের মধ্যে কর্মতৎপরতার প্রথম স্থান অধিকারী মজলিসকেও পুরস্কৃত করা হইবে।

খাকসার

স্বাক্ষর—মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন খন্দকার

নাযেম তালিম

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশিত করিবেন।"

[ইলহাম—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)]

প্রশ্ন-উত্তর

উপস্থাপনায় — নানাভাই

প্রশ্ন : হাদীস কাহাকে বলে ?

উত্তর: হাদীস হল হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর কথা এবং কাজ। তাঁর সামনে বসে যে কাজ করা হয়েছে কিন্তু তিনি নিষেধ করেন নি তাও হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্র : অধিক হাদীস কে বর্ণনা করেছেন ?

উ : পুরুষের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়শা (রাঃ) সব চাইতে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্র : সিহাহ্ সিত্তাহ্ বলিতে কি বুঝ ?

উ : অধিক বিশুদ্ধ ছয় খানা হাদীস গ্রন্থকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বলা হয়। এর মধ্যে বুখারী এবং মুসলিমদ্বয়কে সহীহায়ন অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাদীসদ্বয় বলা হয়।

প্র : বিশুদ্ধ ছয়খানা হাদীসের নামকরণ কর, এবং উহাদের সংকলনকারীদের নাম বল?

উ : (১) সহী বুখারী, সংকলনকারী — ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (১৯৪ হিঃ — ২৫৬ হিঃ)

(২) সহী মুসলিম, সংকলনকারী — ইমাম মুসলীম বিন হাজ্জাজ (২০৪ হিঃ — ২৬১ হিঃ)

(৩) জামি' তিরমিযী, সংকলনকারী — ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী (২০৯ হিঃ — ২৭৯ হিঃ)

(৪) সুনানে আবু দাউদ, সংকলনকারী আবু দাউদ সুলেমান বিন আব্বাস (২০২ হিঃ ২৭৫ হিঃ)

(৫) সুনানে নাসাঈ, সংকলনকারী — হাফিয আহমদ বিন শেআয়্‌ব আল্‌ নাসাঈ (২১৫ হিঃ — ৩০৬ হিঃ)

(৬) সুনানে ইব্‌নে মাজাহ্, সংকলনকারী — আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইব্‌নে মাজাহ্ কাযভিনি (২০৯ হিঃ — ২৭৩ হিঃ)

প্র : বিভিন্ন ফিকাহ্ এর ইমামদের নাম বল ?

উ : তাঁরা চারজন যেমন :

(১) হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) (৮০ হিঃ — ১৫০ হিঃ)

(২) হযরত ইমাম শাফী (রঃ) (১০৫ হিঃ — ২০৪ হিঃ)

(৩) হযরত ইমাম মালিক (রঃ) (৯৫ হিঃ — ১৭৯ হিঃ)

(৪) হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) (১৬৪ হিঃ — ২২৪ হিঃ)

মসীহ্‌-র বিজয়

ওয়াসিম-উস-সালাম

আসিয়াছে মসীহা
হবে ইসলামের বিজয়
গড়েছে আল্লাহ্‌র জামা'ত
নাম তার আহ্‌মদীয়া।
করব মোরা জয়,
এইত মোদের পণ
তাইতো মোরা হব আগুয়ান।
মোরা মুসলিম
অন্য কোন জাতি নহি।
মসীহ্‌র নিশান রূপে এসেছে
দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ মা'জুজ
এসেছে নূহের যুগ,
এসেছে কত বন্যা, বান
ভাসিয়ে নিয়েছে কত শহর, গ্রাম, প্রাণ।
এইত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দীর যুগের নিশান
মরেছে যুগের ফেরাউন
খুঁজে পায়নি কেউ তার কারণ
করেছে ফেরাউন মোদের কত যুলুম-অত্যাচার
মযলুম হয়েও রয়েছি মোরা আগুয়ান।
দিয়েছি জান আল্লাহ্‌র রাহে
তাইতো মোরা এত আগুয়ান।
নাই দেরি, নাই দেরি হে,
মাহ্‌দীর বিজয় আসিবে যখন,
আসিবে সকলে কলেমার পতাকা তলে
আসিতেছে নতুন শতাব্দী, আসিতেছে মসীহ্‌র বিজয়
আসিতেছে লোক দলে দলে
মসীহ্‌ ও মাহ্‌দীর পতাকা তলে।

একটি আন্তরিক আকাংখা

নং শ ৯৫২/৮৩২ (৩) তারিখ : ২৬-১১-৮৮ইং

১। জনাব শরীফ আহমদ (খোকন)
প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
আহমদনগর, পঞ্চগড়।

২। জনাব সফরউদ্দিন
প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
সুন্দরবন, সাতক্ষীরা।

৩। জনাব ডাঃ আহমদ আলী
প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর নিয়োগের পর পরই আমি গভীর খায়েশ ও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম যে, আহমদনগর, সুন্দরবন, ও তারুয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার এমারত কায়েম হউক। সে কথা আবারও আপনাকে স্মরণ করিয়ে বলছি আহ্‌মদীয়া জামা'তের ১ম শতাব্দীতে শুভ পদার্পণের সাথে সাথে যদি আমার ঐ খায়েশ পুরণ হতো তবে কতই না আনন্দের হতো! তা সম্ভব না হলেও ঐ শতাব্দীর প্রথম বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই যাতে তা সম্ভব হয় সে প্রয়াশ চালানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। জুমু'আর খোৎবায় আমার চিঠিটি পড়ে ভাই-বোনদেরকে অবহিত করতে অনুরোধ রাখছি। যথাসত্বর উত্তর দানে এই লক্ষ্য অর্জনে আপনার প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানালে খুবই খুশী হবো।

দোয়া করি, দোয়া চাই,
দোয়া মোদের প্রধান উপায়।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

অনুলিপি :—
সম্পাদক সাহেব
পাক্ষিক আহ্‌মদী

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

(১) ১লা নভেম্বর থেকে তাহ্‌রীকে জাদীদের নতুন বর্ষ শুরু হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই:) ৪ঠা নভেম্বর জুমুআর খুৎবায় তাহরীকে জাদীদের ৫৫তম বছরের ঘোষণা করেছেন। সকল জামা'তের কর্মকর্তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যাচ্ছে যেন তাঁরা নতুন বৎসরের ওয়াদা নিয়ে সত্বর ওয়াদার তালিকা কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। তাঁদের কাছ থেকে ওয়াদার তালিকা না পেলে বাংলাদেশ আঞ্জুমানের তরফ থেকে ওয়াদার তালিকা হুযুর (আই:)-এর খেদমতে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং প্রত্যেক জামা'তের কর্মকর্তা তাঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি করত: ১৫-১২-৮৮ তারিখের মধ্যে তাঁদের ওয়াদার তালিকা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে সিলসিলার কাজকে সুষ্ঠভাবে চালাতে সাহায্য করুন।

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বছর ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। এই খাতে চাঁদার আদায়গী সন্তোষজনক নহে। তাই জামা'তের কর্মকর্তাগণকে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যাতে তাঁরা যথাসময়ে ওয়াদা মোতাবেক চাঁদা আদায় করার জন্য সময়োপযোগী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সিলসিলার কাজকে সুন্দর ও তেজদীপ্ত করতে সহযোগিতা করে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির সৌভাগ্য লাভ করেন।

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
ইন্সপেকটর বায়তুলমাল

(২) আমরা অতি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, আহ্‌মদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব উপলক্ষ্যে আগামী মার্চ্চ-১৯৮৯ মাসে পাক্ষিক আহ্‌মদীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে বর্দ্ধিত কলেবরে এবং নতুন আঙ্গিকে। সকল আহ্‌মদী লেখক লেখিকাগণের নিকট এই মর্মে অনুরোধ জানান যাচ্ছে যেন তারা এই উপলক্ষ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তাদের লেখা প্রবন্ধ, সংকলন, আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাস সম্পর্কিত ঘটনা, কবিতা ইত্যাদি পাঠান। লেখা অবশ্যই বিষয়-কেন্দ্রিক, সংক্ষিপ্ত, সাদা ফুল স্কেপ সাইজের এক পিঠে এবং স্পষ্টাক্ষরে হতে হবে। লেখা অবশ্যই ৩১শে ডিসেম্বর '৮৮ এর মধ্যে পেঁৗছাতে হবে।

সম্পাদক
পাক্ষিক আহ্‌মদী

(৩) আহ্‌মদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন কর্মসূচী, বাংলাদেশ-১৯৮৯

বিষয়ঃ খেলাধুলা—(খোদ্দাম ও বড় আতফাল)

আগামী ২৩শে মার্চ ১৯৮৯ইং তারিখ জামা'তে আহ্‌মদীয়া প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব (এক বৎসর ব্যাপী) উদযাপনের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ্। এ উপলক্ষ্যে

বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সাথে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগিতার কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। লণ্ডন অথবা রাবওয়াতে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকেও যেন বাছাইকৃত খেলোয়ারগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য শীঘ্র শীঘ্র দেশীয় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে হবে এবং তদনুযায়ী আগামী ২৩শে মার্চের পূর্বে আসন্ন বিভাগীয় ইজতেমাগুলোতে (৪টি বিভাগে) বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতি যোগিতাগুলো সমাধা করার লক্ষ্যে স্থানীয় মজলিস-গুলোর সমস্ত খেলোয়ারগণকে এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় নিম্নে বর্ণিত প্রতিযোগিতাগুলো অনুষ্ঠিত হবে, ইনশা-আল্লাহ্‌।

খোদ্দাম	প্রত্যেক বিভাগীয় মজলিসের পক্ষে ঢাকায় অংশ নিবেন
ক) ১০০ মিটার দৌড়	২ জন
খ) উচ্চ লম্ফ	২ জন
গ) দীর্ঘ লম্ফ	২ জন
ঘ) লৌহ গোলক নিক্ষেপ	২ জন
ঙ) মার্শাল আর্ট (কারাতে)	যে কেহ
চ) ধীরে গতিতে সাইকেল	২ জন
ছ) মিনি ম্যারাথন দৌড় (প্রায় আট কিলো মিটার)	যে কেহ
জ) ব্যাডমিন্টন (দ্বৈত)	২ জন
ঝ) ,, (একক)	২ জন
ঞ) টেবিল টেনিস (দ্বৈত)	২ জন
ট) ,, (একক)	২ জন
ঠ) ফুট বল	বিভাগীয় দল
ড) ভলিবল	,,
ঢ) কাবাডি	,,

বড় আতফাল	প্রত্যেক বিভাগীয় মজলিসের পক্ষে ঢাকায় অংশ নিবেন
ক) ৫০ মিটার দৌড়	২ জন
খ) দীর্ঘ লম্ফ	২ জন
গ) মোরগ লড়াই	৩ জন
ঘ) গোলাইল	৩ জন
ঙ) ফুটবল	বিভাগীয় দল

নিয়ম কানুন সম্বলিত বিস্তারিত সার্কুলার সকল জামা'তে পাঠানো হচ্ছে।

ওয়াস্‌সালাম
খাকসার
কাওসার আহমদ
জয়েন্ট কনভেনর,
স্পোর্টস সাব-কমিটি
আহ্‌মদীয়া শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন,
বাংলাদেশ—১৯৮৯ ইং

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ আঃ আঃ

গত ২৫শে অক্টোবর '৮৮ স্থানীয় নূতন মসজিদের হলে এই আঞ্জুমান সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাঃ আঃ আঃ এর ন্যাশনাল আমীর মোহতারম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন সর্বজনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, মাওলানা সালেহ আহমদ সদর, মুরব্বী, আনোয়ার আলী, মৌঃ আবুল কাশেম আনসারী, এ, টি, এম শফিকুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতি ভাষণ দান করেন। দোয়া করান প্রধান অতিথি সাহেব।

মুসরতাবাদ (চরদুখিয়া) আঃ আঃ

বিগত ২৪শে অক্টোবর এই আঞ্জুমান সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আহমদ উল্লাহ পাটওয়ারী, এস এম আব্দুল হক এবং সভায় সভাপতি আবুল বাসার পাটওয়ারী। এই আঞ্জুমান ১৯-১১-৮৮ তারিখ এবং ২৪-১১-৮৮ তারিখও সাফল্যের সাথে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। এতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে ডাঃ আনোয়ার হোসেন এবং জনাব খোন্দকার আনু মিয়াও যোগদান করেন।

খুলনা আঃ আঃ

এই আঞ্জুমান গত ২৫শে অক্টোবর '৮৮ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমদ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূয়া, সেক্রেটারী তালিম ও তরবীয়াত বাঃ আঃ আঃ, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান। মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, এন, এ, শামীম আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, খালিদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ, মোহাম্মদ আব্দুল আযীয এবং হাসিব আহসান। সবশেষে প্রধান অতিথি এবং সভাপতি সাহেব মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

কুষ্টিয়া আঃ আঃ

২৫শে অক্টোবর '৮৮ তারিখে এই আঞ্জুমান সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। সভায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন

সর্ব জনাব প্রেসিডেন্ট গোলাম মহিউদ্দীন, কায়েদ ফজলে-ইলাহী, গোলাম আহমদ, গোলাম মোহাম্মদ ও তনজীম-ই-ইলাহী।

চট্টগ্রাম আঃ আঃ

গত ১১ই নভেম্বর এই আঞ্জুমানে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অতি শান ও শওকতের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আমীর জনাব গোলাম আহমদ খাঁ। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব নূরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ আমীন আহমদ, মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী। পরিশেষে সভাপতি সাহেব সারগর্ভ ও ঈমান বর্ধক ভাষণ দান করেন, অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব নাজির আহমদ সাহেব। নয় জন অ-আহমদী ভ্রাতা এবং লাজনার সদস্যারাও জলসায় উপস্থিত ছিলেন। একজন মহিলা বয়আত করে আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঃ আঃ

দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়াছে যে, এই আঞ্জুমানে গত ৭ই নভেম্বর অত্যন্ত সফলতার সাথে এক সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার অয়োজন করে। নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী এতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা দপ্তরের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবীর সাহেব (সংসদ সদস্য)। যদিও অসুস্থতার কারণে তিনি দীর্ঘ সময় থাকতে পারেন নি। সভায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন সর্বজনাব মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী, ইব্রায়েতুল হাসান, হাফেয সেকান্দর আলী এবং আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী। জলসায় ৭০/৮০ জন গয়ের আহমদী ভ্রাতাসহ প্রায় ১২০০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এন্তেজামিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ সালেহ আহমদের তরফ থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ডাঃ আনোয়ার হোসেন এবং মাওলানা ফারুক আহ্‌মদ সাহেব, সদর মুরব্বী সমাপ্তি দোয়া পরিচালনা করেন।

খাকদান আঃ আঃ

এই আঞ্জুমান গত ৪-১১-৮৮ তারিখে অতি শান, ও শওকতের সাথে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আলী আহমদ মাষ্টার, আব্দুল বারী, আবুল হাশেম মিয়া, মোঃ কাঞ্চন আলী হাং, মোহাম্মদ রুস্তম আলী, নূর মোহাম্মদ মিয়া, মোতাহার মৃধা, আজিজুল হক এবং সবশেষে জনাব মোঃ সাইদুল হক

মৃধা। পরে একজন ভদ্র মহিলা বয়াত গ্রহণ করে আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় দাখেল হন।

শোক সংবাদ

অতি ভারাক্রান্ত অন্তরে বন্ধুগণকে জানানো যাইতেছে যে, মোহতরম জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব সি, এস, পির ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন মাতা মহোদয়া মোহতরমা খোদায়জা বেগম সাহেবা ২২শে নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি ৭ ঘটিকায় জিগাতলাস্থ নিজ বাটীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন, 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৮০ বৎসর। তিনি সন্তানাদির মধ্যে এক পুত্র ও কন্যা এবং অনেক আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া গিয়াছেন। মরহুমা পরম দীনদার ও পুণ্যবতী ছিলেন। তিনি নিজ শিক্ষা ও তরবীয়্যতের মাধ্যমে কেবল জামা'তকেই নহে বরং গোটা দেশকে এক অমূল্য ও সুযোগ্য পুত্র দান করিয়া অমর অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সদা নিজ স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতেন, ইহার নিদর্শন এই যে, যখন ইশার নামাযের আযান হইতেছিল তখন এক আত্মীয় তাঁহার মুমূর্ষ অবস্থায় আযানের কথা বলিলে তিনি জীবনের এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করিলেন 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক'। জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানই ছিল তাঁহার শেষ পয়গাম।

তাঁহার নামাযে জানাযায় ও দাফনে জামা'তের লোক ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ বিভাগ, অন্যান্য অফিস আদালতের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শামিল ছিলেন। দাফনের পর খাকসার ইজতেমায়ী দোয়া করায়।

আমাদের আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমাকে নিজ মাগফিরাতের চাদরে ঢাকিয়া জান্নাতে উচ্চ স্থান দান করুন এবং পরবর্তী সকল স্বজনকে তাঁহার উত্তমগুণে গুণান্বিত করুন এবং সকল ক্ষেত্রে তাহাদের সহায় হউন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার—আবদুল আযীয সাদেক

সদর মুরব্বী

সম্পাদকীয়ের অবশিষ্টাংশ ৪৮ এর পাতর পর

এই বলেও হুশিয়ার করেছেন—যদি জামা'ত তাদের আধ্যাত্মিক মান বজায় রাখতে না পারে তাহলে তিনি তাদের জিম্মাদার হবেন না। হুযুর (আইঃ) এ হুশিয়ারীও উচ্চারণ করেছেন—আমাদের অবস্থা যেন বনী ইস্‌রাঈলের মত না হয়। বনী ইস্‌রাঈল তার নেতার কথা অমান্য করে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়ে ছিল আমরা যেন আমাদের নেতার আদেশ পালন না করে সেই অবস্থার সম্মুখীন না হই। আল্লাহ্‌তালা আমাদের সকলকে ইমামে ওয়াক্তের কথা পুরাপুরি পালন করার এবং মুবাহালার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সম্পাদকীয়

'মুবাহালা' হেলার নয়

আহ্‌মদীয়া জামা'ত এর জন্মলগ্ন থেকেই আল্লাহ্‌র সুন্নত মোতাবেক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে আসছে। প্রায় ১০০ বছর ধরে এর বিরুদ্ধে অপবাদ, মিথ্যা আরোপ এবং কুফরীর ফত্‌ওয়া লাগানো হচ্ছে। পরিশেষে যুলুম-অত্যাচার এমন চরমে পৌঁছল যে মানবাধিকার সহ সকল মৌলিক অধিকার থেকে এ জমা'ত হল বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত। দুনিয়ার বিচারের সকলদ্বার এর জন্যে রুদ্ধ করা হ'ল। এই পরিস্থিতিতে জমা'তে আহ্‌মদীয়ার বিশ্ব-বরেণ্য নেতা ও খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) গত ১০ই জুন তারিখে সকল আহ্‌মদীদের তরফ থেকে সারা দুনিয়ার বৈরী, মিথ্যা আরোপকারী এবং কুফরী ফত্‌ওয়া দানকারীদের বিরুদ্ধে মুবাহালার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বিষয়টি আহ্‌কামুল হাকেমীন আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে পেশ করেছেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা ১ বছর সময় সীমার মধ্যে স্পষ্টভাবে সারা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেন, কারা মিথ্যাবাদী এবং কারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য ও সহযোগিতার হাত কাদের সাথে রয়েছে, কারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত।

১০ই জুন মুবাহালার চ্যালঞ্জ প্রদানের পর নাটকীয়ভাবে মৃত (!) মৌলানা আসলাম কুরায়শীর জীবিত হওয়া এবং পাকিস্তানের তথাকথিত লৌহমানব প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা আমরা জবরদস্ত ঐশী-নিদর্শন দেখলাম। আমরা নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে এ ধরণের নিদর্শনাবলী আমরা আরও দেখতে থাকব, ইনশাআল্লহ্‌। অতীতেও আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে যারা দণ্ডায়মান হয়েছেন তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছেন। মুবাহালার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীরা ধ্বংস প্রাপ্ত হোক এটা আমাদের কাম্য নয়। কেননা তারা ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌কে মানবে কে? আমরা আশা করি এ মুবাহালার পর তাদের বোধোদয় হবে। দেখা গেছে বিরুদ্ধবাদীরা মুবাহালা গ্রহণ করে না। অতীতেও বিরুদ্ধবাদীরা মুবাহালা গ্রহণ করেনি বরং নানা রকম বাহানা করে তা এড়িয়ে গেছে।

'মুবাহালা' অর্থ অতি বিনম্রের সাথে দীর্ঘ দোয়া করা। মুবাহালার মাধ্যমে এই দোয়া করা হয় যেন মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয়। তাই আমরা মনে করি মুবাহালার গুরুত্ব যতটা না বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে তার চেয়ে বেশী আমাদের জন্যে। আমরা যুগ-ইমামের হাতে বয়াত নিয়ে যদি বয়াতের শর্তাবলীর উপর সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত না হতে পারি তা হলে এ মুবাহালার ভয়ঙ্কর পরিণতি আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। তাই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে হুযুর আকদাস (আইঃ) জমা'তকে এই বলে হুশিয়ার করেছেন যেন জামা'ত নামায এবং আমল ও আখলাকের ময়দানে দুর্বলতা না দেখায়। তিনি জমা'তকে

(৪৭ এর পাতায় দেখুন)

চন্দ্র সূর্যের বিনিময়েও যে কাজ বন্ধ করা যায় না

আপনি কি জানেন, চন্দ্র-সূর্যের বিনিময়েও কোন্ কাজটি বন্ধ করা যায় না?

অর্থাৎ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা দুনিয়ার সম্পদ তো দূরের কথা অসাধ্য সাধন করে যদি আকাশ থেকে চাঁদ-সুরুজ এনেও আপনার হাতে দেয়া হয় তবুও তা থেকে বিরত থাকা যাবে না?

হ্যাঁ, সেই কাজটি হল, দায়ী ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

মহানবী (সাঃ) যখন দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজ শুরু করলেন তখন মক্কার কোরেশ সর্দাররা তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠাল, বলল, আপনি এই প্রচার কার্য থেকে বিরত থাকুন, আমরা আপনাকে ধন দেব, সুন্দরী নারী দেব, সর্দার বানিয়ে নেব, যা চান তাই দেব, আপনি শুধু এই প্রচার অর্থাৎ দায়ী ইলাল্লাহ্ থেকে নিবৃত হোন!

এর উত্তরে নবী করীম (সাঃ) কি বলেছিলেন তা জানেন কি?

তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আজও ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

তিনি বলেছিলেন, 'আমার এক হাতে চাঁদ অপর হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এই কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারব না।'

দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ নবীর (সাঃ) প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্ম। এই মিশন নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। বিদায় হজ্বের দিনে তিনি এই দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর ন্যস্ত করে যান।

আপনি যদি সেই মহান নবীর (সাঃ) উম্মত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার কর্তব্য হ'ল ইসলামের বাণী ও শিক্ষাকে যে কোন মূল্যে প্রচার করে যাওয়া।

পার্থিব কোন লোভ, লালসা, ভয়-ভীতি আপনাকে এই কাজ থেকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

অতএব, আসুন, দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দায়ী ইলাল্লাহ্ হয়ে দিনরাত প্রচার কার্যে নিয়োজিত থাকুন। আল্লাহ্ আমাদের সহায়!

খাকসার
— আহমদ তৌফিক চৌধুরী
সেক্রেটারী, দায়ী ইলাল্লাহ্
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

30 h Nov m bei 198

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

(আইয়ামুস সুলাহ্‌, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে. মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯ ৫০২২৯৫
সম্পাদক ঃ এ, এইচ. মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.